أُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ

মাওয়ায়েযে আশ্‌রাফিয়া

এল্‌ম ও আ'মল (২)

ভলিউম-৪

লেখক
কুত্‌বে দাওরান, মুজাদ্দিদে যমান, হাকীমুল উম্মত
হযরত মাওলানা আশ্‌রাফ আলী থানভী চিশ্‌তী (রঃ)

অনুবাদক
মাওলানা মোহাম্মদ নূরুর রহমান এম, এম; এফ, আর
প্রাক্তন সহকারী অধ্যক্ষ, রায়পুর আলিয়া মাদ্রাসা, নোয়াখালী

এমদাদিয়া লাইব্রেরী
চকবাজার ঃ ঢাকা

www.BANGLAKITAB.com

সূচী-পত্র

এল্‌ম ও খোদাভীতি ৩—৫১

বক্তব্যের প্রয়োজনীয়তা—৪, সংশোধনের উপায়—৫, এল্‌ম্ ও খোদাভীতির সম্পর্ক—৭, এল্‌ম্ সম্পর্কে ত্রুটি—৮, আগমন ও আনয়নের প্রভেদ—১১ কথার ক্রিয়া—১২, কিতাব পাঠে সাবধানতা—১৪, কেশ মোবারকের তাকসীম—১৫, কবর পূজা—১৬, খোদাভীতির প্রভাব—২৪, খোদাভীতির চিহ্ন—২৬, এল্‌ম্ ও এশ্‌ক্—২৯, কাম্য এল্‌ম্—৩০, গর্ব এবং ফযীলত—৩২, কাম্য খোদাভীতি—৩৪, সাধারণ লোকের তা'লীম—৩৫, এল্‌মের দৌলত—৩৮, তাব্‌লীগের উপায়—৩৯, চাঁদা এবং আলেম সমাজ—৪০, তাব্‌লীগের নিয়ম—৪২, একটি জ্ঞানগর্ভ প্রশ্ন—৪৫, এল্‌মের প্রকার—৪৮, খোদাভীতির প্রয়োজনীয়তা—৫০।

বর্ণনা পদ্ধতির তা'লীম ৫২—৭১

সূচনা ও প্রয়োজনীয়তা—৫৩, মহান রহমত—৫৪, সুন্দর বয়ান—৫৬, বয়ানের ফল—৫৭, বর্ণনা পদ্ধতি—৫৮, ভাষার বিশেষত্ব—৫৯, মিশ্রণ ও সাদৃশ্যতা—৬০, কুদরতের বিচিত্র মহিমা—৬৩, স্মরণ শক্তি—৬৪, বর্ণনা শক্তি—৬৫, বর্ণনা প্রণালী—৬৬, নূতন খামখেয়ালী—৬৯।

এল্‌ম ও আ'মলের ফযীলত ৭২—১১২

একটি বিশেষ নির্দেশ—৭৩, কারণ ও যুক্তি—৭৩, লাভবান হওয়ার উপায়—৭৫, নব্য শিক্ষার অপকারিতা—৭৯, ধন ও মানের উন্নতি—৮০, মান এবং অপমানের কারণ—৮১, আরাম ও এবাদতের সম্পর্ক—৮২, সম্মান ও এবাদতের সম্পর্ক—৮৪, দুনিয়া ও আখেরাতের তুলনা—৮৫, দুনিয়ার অবস্থার দৃষ্টান্ত—৮৭, বাহ্যিকরূপ ও হকীকতের প্রভেদ—৯০, মহব্বতের বিশেষত্ব এবং দাবী—৯২, চরিত্র সংশোধন ও সামাজিক জীবন—৯৩, সংশোধনের পন্থা—৯৫, সম্মান ও তা'যীমের নিয়ম—৯৬, আরাম পৌঁছানের নিয়ম—৯৮, একটি জ্ঞানগর্ভ সূক্ষ্মকথা—১০১, সামাজিক আচরণ সংশোধনের ফল—১০৩, আ'মল কবুল হওয়ার শর্ত—১০৪, সালেক এবং মাজ্‌যুবের পথ—১০৫, আলেম ও মুমেনের মরতবা—১০৬, না-ফরমান ও মুমেনের সহিত ব্যবহার—১০৭, অহংকার এবং আত্মম্ভরিতা—১০৮, আমল কবুল হওয়ার মাপকাঠি—১০৯, একটি সহজ মুরাকাবা—১১০, আ'মলের শর্ত—১১১, কামেল পীরের পরিচয়—১১১।

www.BANGLAKITAB.com

আক্‌বারুল আ'মাল ১১৩—১৬০

বর্ণনার প্রয়োজনীয়তা—১১৪, ধর্মের প্রতীকসমূহ এবং উহাদের মূলতথ্য—১১৪, যেক্‌রুল্লাহ্‌র অর্থ—১১৭, উসিলা গ্রহণের স্বরূপ—১১৯, আল্লাহ্‌র সঙ্গে বে-আদবী—১২০, আদবের তা'লীম—১২৫, বাহ্যিক আকার ও আভ্যন্তরীণ তথ্যের পার্থক্য—১২৭, যেক্‌রুল্লাহ্‌র স্তর—১৩১, আমাদের ত্রুটি—১৩২, ফরমাইশে সতর্কতা—১৩৪, দ্বীন-দুনিয়ার তারাক্কী—১৩৫, নাফ্‌সকে চিনিবার মাপকাঠি—১৩৬, সম্পর্ক বর্জনের নাম যেক্‌র নহে—১৩৭, যেক্‌রের রূপ—১৩৮, যেক্‌রের স্তরসমূহ—১৪০, মৌলিক যেক্‌রের স্তরসমূহ—১৪৩, যেক্‌রের হাকীকত—১৪৭, আ'মলের প্রাণ—১৪৭, যেক্‌রের কোন সীমা নাই—১৪৯, প্রশ্নের উত্তর—১৫০, পরিশিষ্ট—১৫৭, সঙ্কলনকারী ও খতীব কর্তৃক কতিপয় ব্যাখ্যা—১৫৮, সংকলনকারীর নিজস্ব সংযোগ—১৫৯।

আখেরুল আ'মাল ১৬১—২২৯

উপক্রমণিকা—১৬২, তওবার গুরুত্ব—১৬২, তওবার প্রয়োজনীয়তা—১৬৩, ঈমান ও আ'মলের সম্পর্ক—১৬৪, ধর্মীয় চিন্তার অভাব—১৬৫, ধর্মীয় চিন্তার অবস্থা—১৬৭, ধ্যান-ধারণার আবশ্যকতা—১৬৮, মৃত্যুকালীন কষ্টের রহস্য—১৭১, জনসেবার গুরুত্ব—১৭১, আগ্রহের ফল—১৭২, দ্বীনদার লোকের পরিচয়—১৭৪, দ্বীনদারদের ত্রুটি ১৭৫, সম্মান এবং পোশাক ও চাল-চলনের পরিপাটির খেয়াল—১৭৭, ধর্ম কর্মে অল্পেতে তৃপ্তি কেন—১৭৮, ধর্মের পূর্ণতা সাধনের উপায়—১৭৯, একটি গুরুত্বপূর্ণ ভুল—১৮০, মুজাহাদার স্বাদ—১৮১, দ্বীনের বরকত—১৮২, আশেকের কামনা—১৮৪, আল্লাহ্‌ তা'আলার মিলনপ্রাপ্ত ব্যক্তি—১৮৬, আল্লাহ্‌ তা'আলার নৈকট্যের সীমা—১৮৭, আল্লাহ্‌র প্রতি এবং আল্লাহ্‌র মধ্যে ভ্রমণ—১৮৯, দুস্তী বা বন্ধুত্বের শর্ত—১৯১, খোদার সহিত কার্পণ্য—১৯৪, আশেকের ধর্ম—১৯৬, বেহেশ্‌তের সদায়—১৯৭, তাসাওউফের রূপ—১৯৯, তাসাওউফের কুঞ্জী—২০০, আজকালের তাসাওউফ—২০১, এশ্‌কের বিশেষত্ব—২০২, তাসাওউফ এবং শরীয়ত—২০৪, মোকামের তথ্য—২০৪, সুলুকের অর্থ—২০৫ রেযামন্দীর অর্থ—২০৭, রেযা'র মোকাম—২১০, কামালিয়তের অবস্থা কেমন হইতে পারে—২১০, জোশ্‌ এবং হুশ্‌—২১১, বেহেশ্‌তের চেয়ে বড় নেয়ামত—২১৩, মজলিসের আদব রক্ষা না করার অপরাধ—২১৫, ফানার অর্থ—২১৮, সবকিছুই তিনি—২২০, দাসত্বের মোকাম—২২৩, মাহ্‌বুবিয়ৎ বা প্রিয়তার মোকাম—২২৪, অদ্যকার ওয়াযের উদ্দেশ্য—২২৫।

www.BANGLAKITAB.com

এল্‌ম্‌ ও খোদাভীতি

হিজরী ১৩৪১ সনের ২০শে শা'বান, রবিবার প্রাতঃকালে দিল্লীর মাদ্রাসায়ে আবদুররব-এ দাঁড়াইয়া, হযরত থানবী (রঃ) এল্‌মের ফযীলত এবং আল্লাহ্‌ তা'আলার ভয় সম্বন্ধে তিন ঘন্টা কাল এই ওয়াযই করিয়াছিলেন। প্রায় সাত শত লোক সভায় উপস্থিত ছিলেন। হযরত মাওলানা যাফর আহমদ ওস্‌মানী ছাহেব ইহা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন।

o

[তাহাই প্রকৃত এল্‌ম যাহা আল্লাহ্‌ তা'আলার পথ প্রদর্শন করে, অন্তর হইতে পথভ্রষ্টতার মরিচা দূর করে। আর লোভ ও কুপ্রবৃত্তি দূর করিয়া অন্তরে আল্লাহ্‌ তা'আলার ভয় উৎপন্ন করে। এতদ্ভিন্ন আমলের উদ্দেশ্যেই এল্‌ম শিক্ষা করা। আমল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেরই হউক কিংবা অন্তঃকরণেরই হউক। যেহেতু কোন রাস্তাই উদ্দেশ্যবিহীন হইলে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না; সুতরাং আমল বিহনেও এল্‌ম কামেল হইবে না. ত্রুটিপূর্ণ হইবে।]

الحمد لله نحمده و نستعينه و نستغفره و نؤمن به و نتوكل عليه و نعوذ
بالله من شرور انفسنا و من سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له و من يضلله
فلا هادى له و نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و نشهد ان
سيدنا و مولانا محمدا عبده و رسوله صلى الله تعالى عليه و على اله
و اصحابه و بارك و سلم - اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم - انما يخشى الله من عباده العلماء - ان الله
عزيز غفور o

অর্থাৎ, "নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তা'আলাকে তাঁহার বান্দাগণের মধ্যে আলেমগণই ভয় করিয়া থাকেন। নিঃসন্দেহ, আল্লাহ্‌ তা'আলা প্রবল পরাক্রান্ত, খুব ক্ষমাশীল।"

www.BANGLAKITAB.com

॥ বক্তব্যের প্রয়োজনীয়তা ॥

আমি যাহা তেলাওয়াত করিলাম উহা একটি আয়াতের অংশ বিশেষ। এল্‌ম এবং খোদাভীতির পারস্পরিক সম্পর্ক কোন গুপ্ত বিষয় নহে এবং এত স্পষ্ট ও প্রকাশ্য যে, সাধারণের মুখে প্রথম ইহার দাবী করা হয়, অতঃপর সঙ্গে সঙ্গে প্রমাণ স্বরূপ এই আয়াতটি পড়িয়াও দেওয়া হয়। যে ব্যক্তির কোরআন ও হাদীসের সহিত কিছু না কিছু সম্পর্ক আছে সে এই সম্পর্ক সম্বন্ধে অজ্ঞ নহে। অতএব, অবস্থা তো ইহাই চায় যে, এ বিষয় বর্ণনা করারই প্রয়োজন নাই। হয়ত এখনকার এই বর্ণনাকে জানা বিষয়কে জানান হইতেছে বলিয়া মনে করা যাইতে পারে যে, ইহা তো একটি প্রকাশ্য বিষয়—সকলেই জানে; কিন্তু আমি ইহার প্রয়োজনীয়তা এখনই ব্যাখ্যা করিয়া দিতেছি।

প্রথমতঃ, যদি মানিয়া লওয়া হয় যে, এই সম্পর্কটি সর্বজন বিদিত তথাপি এখনকার এই বর্ণনাকে 'অর্জিত-অর্জন' বলা যাইতে পারে না। কেননা, ইহাও সম্ভব যে, এই বর্ণনার দ্বারা খোদাভীতির প্রতি তাকীদ এবং সে বিষয়ে অধিকতর স্মরণ করাইয়া দেওয়া উদ্দেশ্য। বস্তুতঃ স্বতন্ত্রভাবে তাকীদও নূতন উপকারিতার মধ্যে গণ্য কিন্তু এখন তো ইহাতে প্রশ্ন রহিয়াছে যে, এলম ও খোদা ভীতির পারস্পরিক সম্পর্ক যেরূপ জানা থাকা উচিত তাহা আছে কি না। আসল কথা এই যে, সাধারণতঃ এই সম্পর্কটির পুরাপুরি জ্ঞানই অনেকের নাই। যদিও বলা বেআদবী, তথাপি এখন যেহেতু একটি বিষয়ের আলোচনা হইতেছে, সুতরাং পরিষ্কার ভাবে বলা যাইতেছে যে, সাধারণ তো সাধারণ, আমাদের ন্যায় লেখা-পড়া জানা লোকও যাঁহারা আলেম বলিয়া দাবী করেন, তাঁহারাও অনেকে এই সম্পর্কটি সম্বন্ধে পুরাপুরি জ্ঞান রাখেন না। আবার কাহারও জ্ঞান থাকিলে তদনুযায়ী আমল করেন না। আমলই যখন নাই তখন এলমও ত্রুটিপূর্ণ। কেননা, এল্‌মের উদ্দেশ্য আমল করা. তাহা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারাই হউক কিংবা অন্তরের দ্বারাই হউক, উদ্দেশ্যযুক্ত না হইলে কোন পন্থাই পূর্ণ হয় না। অতএব, আমল বিহনে এলমও কামেল (পূর্ণ) হইবে না। অর্জনের বা লাভ করার দিক দিয়া যদি এল্‌মকে পূর্ণও মানিয়া লওয়া হয়, তথাপি আর এক দিক দিয়া অর্থাৎ আমল উদ্দেশ্য না হওয়ার কারণে সে দিক দিয়া অপূর্ণ।

এই তাক্‌রীরে একটি সন্দেহেরও অবসান হইয়া গেল। এই তাকরীরের প্রথম দিকের কোন কোন অংশের উপর হয়ত কেহ সন্দেহ করিয়া থাকিবেন যে, "আপনি তো বলিলেন, এলম আমলের জন্য উদ্দেশ্য, কিন্তু কোন কোন এল্‌ম তো শুধু জ্ঞান লাভই উদ্দেশ্য, যেমন আকায়েদ বা বিশ্বাস্য বিষয়সমূহের এল্‌ম। ইহাতে তো আমল উদ্দেশ্য নহে।" আমার পূর্বোক্ত বর্ণনার শেষাংশে এই সন্দেহের উত্তর হইয়া গিয়াছে।

www.BANGLAKITAB.com

উত্তরের সারমর্ম এই যে, এল্‌মকে ব্যাপকার্থক রাখিলে নিঃসন্দেহে কোন কোন এল্‌ম মূলতঃ উদ্দেশ্য, আর যদি এল্‌ম বলিতে পূর্ণ এল্‌ম্‌কে উদ্দেশ্যযুক্ত এল্‌ম বলা হয়, তবে এখন কোন এল্‌মই শুধু জ্ঞানার্জনের স্তরে কাম্য নহে; বরং প্রত্যেক এল্‌ম হইতে আমলও উদ্দেশ্য, আবার আমার কথার মধ্যে আমলকে আমি ব্যাপকার্থক রাখিয়াছি, তাহা অঙ্গ প্রত্যঙ্গের আমল হউক কিংবা অন্তরের আমল হউক। সুতরাং এখন আর সন্দেহ থাকিতে পারে না। কেননা এল্‌ম বলা হয় দৃঢ় বিশ্বাসকে, আর ইহা অভিজ্ঞতার কথা—শরীয়তে যেই স্তরের দৃঢ় বিশ্বাস উদ্দেশ্য উহা তদনুযায়ী আমল ব্যতীত হাছিল হয় না। যদি তুমি কোন একটি এল্‌ম্ হাছিল কর এবং উহা প্রয়োগ না কর, তদনুযায়ী কাজের অভ্যাস না কর, তবে নিশ্চিতরূপে তোমার এল্‌ম ত্রুটিপূর্ণ রহিয়া গেল। (যেমন, চিকিৎসক চিকিৎসা বিজ্ঞান পড়িয়া চিকিৎসা-ব্যবসা করে না কিংবা বাবুর্চি খাদ্য পাকাইবার প্রণালী শিক্ষা করিয়া পাককার্যে মশ্‌গুল হইল না, তবে তাহাদের এই জ্ঞান কোন কাজেরই থাকিবে না। এইরূপ আরও অনেক দৃষ্টান্ত আছে।

এমন কি, যতক্ষণ খাঁটি আকীদাসমূহ যথা তাওহীদ ইত্যাদি অনুযায়ী আমল না করা হয়, ইহা হালে পরিণত হয় না, অথচ বিশ্বাসের পূর্ণতার স্তর সেই হালের অবস্থাই বটে।

অতএব, যাহারা নিজদিগকে এলমের গুণে গুণান্বিত মনে করে, তাহাদের মধ্যেও এই ত্রুটি বিদ্যমান, অর্থাৎ, তাহারা এল্‌ম অনুযায়ী আমল করে না। অতএব, তাহারাও এল্‌ম এবং আমলের পারস্পরিক সম্পর্ক হইতে অজ্ঞ। কিন্তু সকলে এরূপ নহে; বরং ইহারা তাহারাই যাহারা নিজদিগকে খাছ ও বিশিষ্ট মনে করে। অথচ প্রকৃতপক্ষে তাহারা খাছ নহে; (বরং অন্য অর্থে ইহাদিগকে খাওয়াছ বলে।) কেননা, সাধারণ এবং বিশিষ্ট কথা দুইটি তুলনামূলক। যাহারা নিজদিগকে খাছ মনে করেন, কামেল খাছের তুলনায় তাহারাও আ'ম। এখন এরূপ সন্দেহ আসিতে পারে না যে, আমার অদ্যকার অবলম্বিত বিষয়টির বর্ণনা অর্জিত-অর্জন; বরং বুঝা গেল যে, যাহা অর্জিত বা জ্ঞাত আছে তাহা উদ্দেশ্য নহে এবং যাহা উদ্দেশ্য তাহা জানা হয় নাই। যাহা অর্জিত আছে তাহা অপূর্ণ এল্‌ম, আর যাহা উদ্দেশ্য তাহা পূর্ণ এল্‌ম; সুতরাং অদ্যকার বর্ণনায় তাহাই হাছিল হইবে যাহা জানা নাই। যাহা হউক, বর্ণনার প্রয়োজনীয়তা প্রমাণ হইয়া গেল।

॥ সংশোধনের উপায় ॥

এখন একটি প্রশ্ন এই রহিয়া গেল যে, যাহারা বাস্তবিক পক্ষে খাছ ও বিশিষ্ট তাঁহাদের পক্ষে তো এই বর্ণনা অর্জিত অর্জন হইবে। ইহার সোজা উত্তর এই যে, তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া আমি বর্ণনা করিতেছি না; বরং আমি

www.BANGLAKITAB.com

নিজেই তাঁহাদের মুখাপেক্ষী, তাঁহারা আমাকে সংশোধনের উপায় বলিয়া দিন, তবে যাহারা আমার লক্ষ্যস্থল, যাহাদের উদ্দেশ্য এই বর্ণনা, তাহাদের জন্য ইহা অজানা বিষয়ের অর্জনই হইবে। এই দলে আমি নিজেও রহিয়াছি এবং নিজেকেও লক্ষ্য করিয়া এই বর্ণনা করিতেছি। যেমন কোরআন শরীফে জনৈক মুমেন ব্যক্তির উক্তি উদ্ধৃত করিয়া বলা হইয়াছে :

وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ -

"আমার কাছে কোন্ ওযর আছে যে, আমি সেই খোদার এবাদত করিব না যিনি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন ? আর তোমাদের সকলকেই তাঁহার নিকট ফিরিয়া যাইতে হইবে।" ইহাতে সে তাওহীদের আদেশের লক্ষ্যস্থল নিজকেও করিয়াছে। অতএব, এই সন্দেহেরও অবসান হইল যে, নিজেকে সম্বোধন করিয়া বর্ণনা করা আবার কেমন কথা ? কেননা, ইহার নযীর স্বয়ং কোরআনেই বিদ্যমান রহিয়াছে। এ সম্বন্ধে আমি একটি তথ্য বর্ণনা করিতেছি। যখন কোন কাজে আমার উৎসাহ কম হয়, তখন আমি সে কাজটি সম্বন্ধে সাধারণ সভায় একটি ব্যাপক বিষয় বর্ণনা করি। তাহার ফলে আমার নিজেরও উৎসাহ বৃদ্ধি পায়। ইহাতে রহস্য এই যে, যে কাজটি সম্বন্ধে ব্যাপক বর্ণনা হয়, সাধারণতঃ উহার প্রতি খুব গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং খুব মনোযোগ সহকারে বর্ণনা করা হয়। শ্রোতৃবর্গকে উহার প্রয়োজনীয়তা খুব ভালরূপে বুঝাইয়া দেওয়া হয়। ইহাতে স্বভাবতঃ বক্তার অন্তরে এই প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় যে, এত তাকীদ সহকারে অন্যান্য মানুষকে আমি যে বিষয়ের আদেশ করিতেছি, সকলের আগে আমারই সে বিষয়ে আমল করা কর্তব্য। ইহাতে মোটামুটি উৎসাহ বৃদ্ধি পায়। আবার যদি শ্রোতৃ মণ্ডলীর মধ্যে কোন বুযুর্গ ও নেককার লোক থাকেন এবং ওয়াযে তাঁহার মন খুশী হয় এবং তিনি অন্তরের সহিত দোআ করেন আর সেই দোআ আল্লাহ্ তা'আলা কবুল করেন। অথবা যদি উক্ত ওয়াযে কাহারও উপকার হয় এবং এইরূপ ব্যাপকভাবে বর্ণনাকারী তাহার হেদায়ত প্রাপ্তির কারণ হইয়া যায়, তবে তাহা বড় এবাদত বলিয়া গণ্য হয় এবং আল্লাহ্ তা'আলা বক্তার উপরে রহমত বর্ষণ করেন। কেননা, তিনি আল্লাহ্‌র বান্দাদিগকে তাঁহার দিকে ঝুকাইয়া দিয়াছেন। অতএব, তিনি বক্তাকেও ইহা হইতে মাহ্‌রূম করেন না। স্বয়ং বক্তা নিজ ওয়াযে উপকৃত হওয়ার এসমস্ত কারণ হইয়া থাকে।

ফলকথা, বর্ণনা করিয়া দেওয়াকেই আমি নিজের জন্যও সংশোধনের একটি হিতকর পন্থা মনে করিতেছি। ইহাতে আমার নিজেরও বহুউপকার হয়। এইকারণেই আমি বলিয়াছি, আমি নিজেকে লক্ষ্য করিয়াও এই বর্ণনা করিতেছি। এই কথাটি আমি এই উদ্দেশ্যে বলিয়া দিলাম যেন অন্যান্য লোকেরাও সংশোধনের এই পন্থা

www.BANGLAKITAB.com

অবলম্বন করেন, অর্থাৎ, যে কাজে তাঁহাদের উৎসাহের অভাব হয়, সে কাজটি সম্বন্ধে সাধারণ সভায় কিছু বর্ণনা করিয়া দিন। পরীক্ষা করিয়া দেখুন, ইন্‌শাআল্লাহ্ অবশ্যই উৎসাহ বৃদ্ধি পাইবে। যাহা হউক, এখন বোধ করি কেহ আর এই বর্ণনায় অর্জিত অর্জনের সন্দেহ করিবেন না এবং বর্ণনার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিবেন যদিও সকলের জন্য না হউক ; বরং কতক লোকের জন্যই হউক। আর যদি মানিয়া লওয়া হয় যে, কাহারও প্রয়োজন নাই, তবে আমি নিজের সংশোধনের নিমিত্ত ইহার প্রয়োজনীয়তা বোধ করিতেছি।

॥ এল্‌ম্ ও খোদাভীতির সম্পর্ক ॥

এখন শুনুন, এমনি তো এল্‌ম্ ও খোদাভীতির সম্পর্ক সকলেই জানে। কেননা, অনেক ক্ষেত্রে মানুষ খোদাভীতি ও এল্‌মের সম্পর্ক বুঝাইবার জন্য এই আয়াতটি পড়িয়া থাকে। তন্মধ্যে একটি ক্ষেত্র এই যে, কোন বক্তা এলমের ফযীলত এবং আবশ্যকতা বর্ণনার মনস্থ করিলে এবং মানুষকে এল্‌ম শিক্ষার প্রতি উৎসাহিত করিতে চাহিলে এই আয়াতটি পড়িয়া থাকেন। সেক্ষেত্রে তিনি এল্‌মের প্রয়োজনীয়তা ও ফযীলত এইরূপে বিশ্লেষণ করেন যে, এল্‌ম এমন বস্তু যাহার ফলে অন্তরে খোদাভীতি উৎপন্ন হইয়া থাকে। আর খোদাভীতি নিতান্ত প্রয়োজনীয় বস্তু। কেননা, কোরআনের স্থানে স্থানে খোদাভীতির নির্দেশ আসিয়াছে। اِتَّقُوا اللّٰهَ "আল্লাহ্‌কে ভয় কর" আর فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِيْ "তোমরা তাহাদিগকে ভয় করিও না আমাকে ভয় কর।" এতদ্ভিন্ন হাদীসে বর্ণিত আছে যে, খোদাভীতি ঈমানের শর্ত।

اَلْاِيْمَانُ بَيْنَ الرَّجَاءِ وَالْخَوْفِ "আশা এবং ভয়ের মাঝখানে ঈমান।"

খোদাভীতির জন্য এল্‌মের প্রয়োজন। ঈমানের জন্য খোদাভীতির প্রয়োজন, আর নিয়ম এই যে, প্রয়োজনীয় বস্তুর জন্য যাহা প্রয়োজন, তাহাও প্রয়োজনীয় বটে। সুতরাং এল্‌ম হাছেল করা নিতান্ত জরূরী বলিয়া প্রমাণিত হইল।

আর একটি ক্ষেত্র এইযে, কেহ যদি নির্ভীকতা ও বেপরোয়ায়ীর সহিত কোন কাজ করে, তখন উপদেশচ্ছলে নিম্ন আয়াতটি পড়া হয়। اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا "আলেমগণই কেবল খোদাকে ভয় করে।" ইহাতে বুঝা যায়, সে ব্যক্তি এল্‌ম্ হইতে মাহ্‌রূম বলিয়াই এরূপ কাজ করিয়াছে। তাহার এল্‌ম থাকিলে সে কখনও এমন নির্ভীকতা ও দুঃসাহসিকতার কাজ করিত না।

প্রথম ক্ষেত্রে আয়াতের এবারত দ্বারাই এল্‌মের প্রয়োজনীয়তা কাজে দুঃসাহসিকতা এবং বেপরোয়ায়ীর কারণ বর্ণনা করা হইয়াছে। কিন্তু আভ্যন্তরীণ অর্থে অনিবার্যরূপে

www.BANGLAKITAB.com

এল্‌মের ফযীলতও প্রমাণিত হইয়াছে। কেননা, অজ্ঞতাকে নাফরমানী কাজে দুঃসাহসী ও বেপরোয়া হওয়ার কারণ বলা হইয়াছে। অতএব, প্রকারান্তরে এল্‌মকে গুনাহের কাজ ত্যাগ করার কারণ বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। আর নাফরমানীর কাজ পরিহার করা নিতান্ত জরূরী; সুতরাং উহার কারণও জরূরী হইল, আর শরীয়তে যে বস্তু জরূরী বলিয়া স্বীকৃত উহার ফযীলত অবধারিত। প্রয়োজন যেই স্তরের ফযীলতও সেই স্তরেরই হইবে। যেমন, ওয়াজিব অপেক্ষা ফরয অধিক জরূরী; সুতরাং ফরযের ফযীলতও ওয়াজিবের চেয়ে অধিক। এইরূপে ওয়াজিব সুন্নতের চেয়ে এবং সুন্নত মুস্তাহাবের চেয়ে অধিক ফযীলতওয়ালা। যখন এল্‌মের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করা হইল কেননা, এল্‌মের অভাব দুঃসাহসিকতা ও বেপরোয়ায়ীর কারণ। সুতরাং এলমের ফযীলতও স্বীকৃত হইল। যাহা হউক, উভয় ক্ষেত্রেই আলোচ্য আয়াতটি পাঠের দ্বারা এল্‌মের ফযীলত প্রমাণ করা হইয়া থাকে। একস্থানে স্পষ্ট শব্দের দ্বারা, অপর স্থানে ইঙ্গিতের দ্বারা।

মোটকথা, এল্‌ম ও খোদাভীতির সম্পর্ক সম্বন্ধে সকলেই জানে। কিন্তু যেরূপ জানা উচিত তদ্রূপ জানে না। ইহার প্রমাণ এই যে, এই সম্পর্ক জ্ঞানের অবশ্যম্ভাবী কোন ফল দেখা যাইতেছে না; বরং উহার বিপরীত ফলই প্রকাশ পাইতেছে। কোন বস্তুর অস্তিত্ব বা অনস্তিত্ব উহার অবশ্যম্ভাবী বৈশিষ্ট্য হইতেই প্রকাশ পায়। যদি কোন স্থানে কোন বস্তুর অবশ্যম্ভাবী পরিণাম বিদ্যমান থাকে, তবে বলা হইবে যে, এখানে উক্ত বস্তু বিদ্যমান আছে। আর যদি অবশ্যম্ভাবী পরিণাম বিদ্যমান না থাকে তবে বলিতে হইবে; বস্তুটির অস্তিত্ব নাই। এই নিয়মানুসারে এখানে লক্ষ্য করিলে বুঝা যাইবে যে, খোদাভীতি ও এল্‌মের সম্পর্ক সম্বন্ধীয় জ্ঞানের অবশ্যম্ভাবী ফল ও বৈশিষ্ট্য আমাদের মধ্যে নাই; বরং উহার বিপরীত ফলই বিদ্যমান রহিয়াছে।

॥ এল্‌ম সম্পর্কে ত্রুটি ॥

এলম ও খোদাভীতির সম্পর্ক জ্ঞান লাভ করিয়া আজকাল আমাদের মধ্যে দুই প্রকারের খারাবী সৃষ্টি হইয়াছে। একটি আলেমদের মধ্যে অপরটি ঐ দলের মধ্যে যাহারা আলেমদের খুঁত খুঁজিয়া বেড়ায় এবং সমালোচনা করে। আলেমদের মধ্যে এই খারাবী সৃষ্টি হইয়াছে যে, এই আয়াতটি দ্বারা এল্‌মের ফযীলত প্রমাণ করিয়াই ক্ষান্ত হন এবং বলেন, দেখ এই আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা আলেমদের প্রশংসা করিয়াছেন। কাজেই এল্‌মের বড় ফযীলত, আর আমরা এলম হাছিল করিয়াছি। সুতরাং আমাদেরও ফযীলত আছে। কিন্তু এই ফযীলতের আসল কারণ যে খোদাভীতি উহা বর্ণনা করেন না। অন্যান্য লোকদিগকেও ইহার নির্দেশ দেন না যে, খোদাভীতি অর্জন কর। নিজেরাও সেদিকে গুরুত্ব প্রদান করেন না। অধিকন্তু উহার শিকড় হাল্‌কা

www.BANGLAKITAB.com

করিয়া দেন। যেমন, অধিকাংশ যাহেরী এল্‌মের আলেম এল্‌মে বাতেনকে অনাবশ্যক ও অনর্থক মনে করিয়া থাকে অথচ এল্‌মে বাতেন হইতেই খোদাভীতি উৎপন্ন হয়। আর যাঁহারা এল্‌মে বাতেন শিক্ষা করেন ও শিক্ষা দিয়া থাকেন তাঁহাদের সমালোচনা করিয়া থাকে; বরং বিপদ এই যে, কেহ কেহ ভয় না করারই তা'লীম দিয়া থাকেন যদিও উহার বাহ্যিকরূপ অন্য রকম হউক; কিন্তু ভিতরে তাহা নির্ভীকতাই বটে।

যেমন, এক সময়ে মুসলমানগণ কাফেরদের সহিত মিলিত হইয়া যখন কুফরী ও নাফরমানীমূলক কার্য অবলম্বন করিল এবং কেহ কেহ তাহাদিগকে এসম্বন্ধে সাবধান করিয়া দিল, তখন তাহাদের পক্ষ হইতে এই উত্তর দেওয়া হইয়াছিল যে, ইহা হালাল হারামের মাস্‌আলা বর্ণনা করার সময় নহে, এখন কাজ করিবার সময়। জানি না, মুসলমানদের এমন কোন কাজও থাকিতে পারে যাহাতে তাহাদের হালাল হারাম জানিয়া লওয়ার প্রয়োজন নাই। এই উত্তরে তাহারা যেন এক রকম পরিষ্কার ভাবেই মুসলমানদিগকে খোদার প্রতি নির্ভীক হওয়ার তা'লীম দিয়াছিল। অতএব, যে বস্তু এল্‌মের ফযীলতের কারণ ইহারা সে বস্তুরই মূলোচ্ছেদ করিয়া দিতেছে। ইহার দৃষ্টান্ত ঠিক এইরূপ:

یکے بر سر شاخ و بن می برید + خداوند بستان نگہ کرد و دید

অর্থাৎ, "একব্যক্তি গাছের ডালের উপর বসিয়া উহার গোড়া কাটিতেছে, বাগানের মালিক তাকাইয়া তাহা দেখিলেন—"...।

খোদাভীতির সহিত এই ব্যবহার করিয়াও তাহারা এই ভাবিয়া মনে মনে বেশ খুশী যে, আমরা আলেম যাহাদের সম্বন্ধে খোদা বলিয়াছেন:

اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا

"আল্লাহ্‌র বান্দাগণ হইতে একমাত্র আলেমগণই তাঁহাকে ভয় করিয়া থাকেন" বরং কেহ কেহ ইহার সহিত আরও একটা কথা যোগ করিয়া থাকেন:

ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهٗ

'ইহা তাহারই জন্য যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে ভয় করে।' ইহার সারমর্ম এই হইল যে, আলেমগণ খোদাকে ভয় করেন। আর যাহারা খোদাকে ভয় করে তাহাদেরই জন্য বেহেশ্‌ত এবং তাহারা খোদার সন্তোষ লাভ করিবে। অতএব, এল্‌ম দ্বারা বেহেশ্‌ত ও খোদার সন্তোষ লাভ হইয়া থাকে। এখন দেখুন এল্‌মের ফযীলত কত!

বন্ধুগণ! মূলে তো এই হিসাবটি বাস্তবিকই ঠিক, কিন্তু প্রথমে তো সেই মধ্যবর্তী বিষয়টি অর্থাৎ, খোদাভীতির অস্তিত্ব প্রমাণিত হইতে হইবে যাহার সম্মিলনে এই ভয় উৎপন্ন হইয়াছে। আর যদি সেই খোদাভীতি শুধু কথার কথাই থাকে, তবে ফলও সেই কথার কথাই থাকিবে, বাস্তবে কিছুই হইবে না। আর এক্ষেত্রে মধ্যবর্তী

www.BANGLAKITAB.com

বিষয়টি ঠিক সেইরূপই হইবে যেমন এক বানিয়া গড় বাহির করিয়াছিল। সে একটি গরুর গাড়ীতে আরোহণ করিয়া সপরিবারে কোথাও যাইতেছিল। পথে একটি নদী পড়িল যাহাতে অনেক পানি ছিল। গাড়োয়ান উহাতে গাড়ী নামাইতে ইতস্তঃ করিতেছিল, তখন বানিয়া বলিয়া উঠিল, আচ্ছা আমি বাঁশ ফেলিয়া পানি মাপিয়া লইতেছি। এই বলিয়া সে নদীর কিনারে বাঁশ ফেলিয়া দেখিল যেমন এক হাত পানি, আরও একটু সম্মুখে দেখিল আরও বেশী, তার সম্মুখে অথৈ পানি। সে সবগুলি কাগজে লিখিয়া গড় বাহির করিয়া দেখিল পানি কোমর পর্যন্ত। অতএব, গাড়োয়ানকে আদেশ করিল, গাড়ী নামাইয়া দাও। আমি গড় বাহির করিয়া দেখিয়াছি এই পানিতে গাড়ী ডুবিতে পারে না। মধ্যস্থলে পৌঁছিলে যখন গরু সহ গাড়ী ডুবিতে লাগিল, তখন বানিয়া পুনরায় তাহার হিসাবের কাগজ খুলিয়া দেখিল হিসাব ঠিকই আছে। এখন সে বলে, لکھا جوں کا توں کنبہ ڈوبا کیوں ؟ "লেখা যেমনটি তেমনই আছে। পরিবার ডুবিল কেন ?"

সেই বোকা এতটুকু কথা ভাবিয়া দেখে নাই যে, মধ্যস্থলের গভীরতাকে সে যে সকল দিকে ভাগ করিয়া দিল তাহাতে কি বাস্তবেও মধ্যস্থলের পানি সবদিকে ভাগ হইয়া গেল ? কখনই তাহা হয় নাই। কাগজের ভাগ কাগজেই রহিয়াছে এবং বাস্তব ক্ষেত্রে যেখানের গভীরতা যতটুকু ঠিক ততটুকুই রহিয়া গিয়াছে। তাহার গড় বাহির করার কিছুই ফল হয় নাই। এইরূপে এখানেও মনে করুন, আপনি মধ্য বস্তুটির সাহায্যে ফল বাহির করিয়াছেন যে, এল্‌মের দ্বারা খোদাভীতি উৎপন্ন হয় এবং খোদাভীতির দ্বারা বেহেশ্‌ত লাভ হয় ; সুতরাং আমরা বেহেশ্‌তী। আপনার এই মধ্যস্থ বিষয়টি শুধু কথায়ই আছে, বাস্তবে নাই। সুতরাং ফলও কথায় হইবে বাস্তব ক্ষেত্রে কিছুই হইবে না।

যেমন, আপনি যদি কোন পুরুষকে বলেন, তুমি যদি স্ত্রীলোক হও, তবে গর্ভবতী হইবে, আর যদি তুমি গর্ভবতী হও, তবে সন্তান প্রসব করিবে। তবে কি আপনার এই কথা বিশ্বাসের ফলে সত্য সত্যই তাহার সন্তান জন্মিবে ? কখনই না। কেননা, তাহার স্ত্রীলোক হওয়া এবং গর্ভবতী হওয়া কেবল কথার কথা রহিয়া গিয়াছে। কাজেই সন্তান প্রসব করাও বাস্তবায়িত হইবে না—কথার কথাই থাকিবে।

অতএব, এরূপ বাক্য বিন্যাসে কোন সিদ্ধান্তে আসা ঠিক সেইরূপই যেমন কোন মহাজনের গোমস্তা দোকানে বসিয়া হিসাব মিলাইতেছিল—একশত টাকা হইতে ষাট টাকা গেলে হাতে থাকে চল্লিশ। আর এক হাজার হইতে সাত শত টাকা গেল, হাতে রহিল তিনশত। জনৈক ভিখারী তথায় দাঁড়াইয়া ইহা শুনিতেছিল। গোমস্তা হিসাব শেষ করিলে ভিখারী ভিক্ষা চাহিল। গোমস্তা বলিল, বাপু ! আমার নিকট পয়সা কোথায় ? মহাজন আসিলে তাঁহার নিকট চাহিও। ভিখারী বলিল, তুমি মিথ্যা বলিতেছ।

www.BANGLAKITAB.com

আমি প্রায় এক ঘণ্টাকাল যাবৎ দাঁড়াইয়া তোমাকে পুনঃ পুনঃ বলিতে শুনিতেছি যে, হাতে এত রহিল, হাতে এত রহিল। আমি সমস্ত অবশিষ্ট হিসাব করিয়া দেখিলাম তোমার হাতে কয়েক হাজার টাকা আছে। তবে তুমি কেমন করিয়া বলিতেছ যে, তোমার হাতে কিছুই নাই? গোমস্তা বলিল, বাপু! সেটা তো ছিল কাগজের হাত। আমার হাতে এক পয়সাও পড়ে নাই।

এইরূপে এখানেও মনে করুন, যে পর্যন্ত গর্ভের অস্তিত্ব বাস্তবায়িত না হইবে, সে পর্যন্ত সন্তানের অস্তিত্বও শুধু কল্পনায়ই থাকিবে ঠিক অনুরূপ ভাবে খোদাভীতির অস্তিত্ব যে পর্যন্ত বাস্তবরূপ গ্রহণ না করিবে সে পর্যন্ত উক্ত বাক্য বিন্যাসে এল্‌মের ফযীলত কথার কথায়ই থাকিবে। বন্ধুগণ! এই মধ্যস্থ বিষয়টি সর্বপ্রথমে বাস্তবে পরিণত হইতে হইবে। অর্থাৎ, সত্য সত্যই অন্তরে খোদার ভয় উৎপন্ন হইতে হইবে। তখন বাস্তবিক পক্ষে আপনি বেহেশ্‌ত পাইতে পারেন। অন্যথায় শুধু কথার কথায় কি হইবে? কথায় কি কোথাও মনে খোদাভীতি জন্মিয়াছে?

وَجَائِزَةٌ دَعْوَى الْمَحَبَّةِ فِي الْهَوَى + وَلَكِنْ لَا يَخْفَى كَلَامُ الْمُنَافِقِ

"এশ্‌কের বেলায় মহব্বতের দাবী করা যাইতে পারে। কিন্তু মুনাফেকের কথা কখনও গোপন থাকে না।"

॥ আগমন ও আনয়নের প্রভেদ ॥

যে ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে শরাব পান করে নাই অথচ সে দাবী করিল যে, আমি বড় মূল্যবান শরাব পান করিয়াছি, তবে তাহার অবস্থাই তাহাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করিবে; বরং সে যদি মিছামিছি মাত্‌লামির ভান করিয়া টলিতেও থাকে তথাপি অভিজ্ঞ লোকেরা বুঝিয়া লইবে যে, শুধু ভণ্ডামি। অনভিজ্ঞ লোকেরা অবশ্য ধোকায় পতিত হইতে পারে। যেমন, জনৈক মৌলবী ছাহেব ধোকায় পড়িয়াছিলেন:

রুড়কী শহরে জনৈক ওয়ায়েয মৌলবী আসিলেন। এক সওদাগর তাঁহাকে দাওয়াত করিয়া নিজের দোকানে লইয়া গেলেন। সেকালে সবেমাত্র সোডা ওয়াটারের বোতল চালু হইয়াছে, তখন সোডার বোতলের ছিপি ভিতরে থাকিত না; বোতলের মুখেই থাকিত। বোতলের মুখ শক্তি প্রয়োগে খুলিতে হইত। উক্ত সওদাগর মৌলবী ছাহেবের সম্মুখে একটি সোডা ওয়াটারের বোতল খুলিয়া পান করিলেন। বোতল খুলিতে উহা হইতে খুব বাষ্প উঠিল এবং ছিপি জোরে ছুটিয়া বহু দূরে যাইয়া পড়িল। মৌলবী ছাহেব উহাকে শরাব মনে করিয়া সওদাগরকে গাল-মন্দ বলিতে লাগিলেন। বলিলেন: 'তুমি শরাব খাও?' সওদাগর বলিল: ইহা শরাব নহে, সোডা ওয়াটার, লেবু ইত্যাদি দ্বারা প্রস্তুত হইয়া থাকে। খুব ভাল জিনিষ। ইহা হযম ক্রিয়ার

www.BANGLAKITAB.com

খুব সাহায্য করে।' মোটকথা, সে উহার অনেক প্রশংসা করিয়া মৌলবী ছাহেবকে বলিল: আপনিও এক বোতল পান করুন।' প্রথমতঃ তিনি বিশ্বাস করিতে না পারিয়া অস্বীকার করিতেই থাকিলেন। কিন্তু কসম খাইয়া বিশ্বাস জন্মাইবার কারণে অবশেষে এক বোতল পান করিলেন।

এখন সওদাগর একটু রঙ্গ করিতে মনস্থ করিলেন। মৌলবী ছাহেব বোতলটি নিঃশেষ করিয়া ফেলিলে সওদাগর মাতলামির ভান করিয়া ঝুঁকিতে আরম্ভ করিলেন। মৌলবী ছাহেব তখন বেশ ঘাবড়াইয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন: ইহা নিশ্চয়ই শরাব। এই ব্যক্তিকে নেশায় ধরিতেছে, কিছুক্ষণ পরে আমারও এরূপ অবস্থা হইবে। এই হতভাগা আমার দুর্নাম করিয়া দিল। লোকে কি বলিবে? "রাত্রে তো মৌলবী ওয়ায করিয়াছেন আর এখন শরাব পান করিতেছেন।" বলিল, আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে আমাকে কোঠার মধ্যে বন্ধ করিয়া দাও, যেন আমার মাতলামি কেহ দেখিতে না পায় এবং আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে আমাকে দুর্নামগ্রস্ত করিও না। আমি তো প্রথম হইতেই অস্বীকার করিতেছিলাম। কিন্তু তুমি ধোকা দিয়া আমাকে শরাব খাওয়াইয়া দিলে। মৌলবী ছাহেব খুব অস্থির হইয়া পড়িলে সে সান্ত্বনা দিয়া বলিল, আমি তো একটু রঙ্গ করিতেছিলাম মাত্র।

এই ঘটনায় মৌলবী ছাহেব ধোকায় পতিত হওয়ার কারণ এই ছিল যে, মৌলবী ছাহেব কোন দিন শরাবখোরকে দেখেন নাই। অন্যথায় সওদাগরের মাতলামি দেখিয়া তিনি ধোকায় পড়িতেন না। কেননা, সওদাগরের এই নেশা ইচ্ছা করিয়া আনয়ন করা হইয়াছিল। আর শরাবের নেশা অনিচ্ছা সত্ত্বেও আপনাআপনি আসিয়া থাকে এবং আগমন ও আনয়নের মধ্যে আস্‌মান জমিনের প্রভেদ। উভয়ের আকৃতিই বলিয়া দিবে যে, এই ব্যক্তি শরাব পান করিয়াছে এবং ঐ ব্যক্তি ভণ্ডামি করিতেছে।

॥ কথার ক্রিয়া ॥

দেখুন, যদি কেহ দাবী করে যে, আমি প্রত্যহ দুধ, ঘি, ঘৃত পক্ক এবং বলকারক খাদ্য গ্রহণ করিয়া থাকি। কিন্তু তাহার চেহারায় মৃত্যুর ছায়া পড়িয়া রহিয়াছে, তবে এই ব্যক্তির দাবী কেহ মানিয়া লইতে পারে কি? কখনই না; বরং প্রত্যেকেই বলিবে, "চেহারা তো সাক্ষ্য দিতেছে যে, মিঞা সাহেব দুই বেলা পেট ভরিয়া শুষ্ক রুটিও খাইতেছে না।"

এইরূপে কেহ যদি হঠাৎ সংবাদ পায় যে, তাহার বিরুদ্ধে ফৌজদারী মোকদ্দমা দায়ের হইয়াছে যাহাতে চারি বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড হইতে পারে। এবং সে বন্ধুবান্ধবের মধ্যে বসিয়া এই সংবাদটি শ্রবণ করে। অতঃপর সে উক্ত সংবাদ গোপন রাখিয়া বন্ধুবান্ধবদিগকে জানাইল যে, আমি বড় আনন্দদায়ক একটি সংবাদ পাইয়াছি।

www.BANGLAKITAB.com

কিন্তু তখন তাহার অবস্থা এইরূপ যে, মুখ শুষ্ক, ঠোঁটে পাপড়ী জমিতেছে। চেহারায় নৈরাশ্যের ছায়াপাত হইয়াছে। এমতাবস্থায় কে স্বীকার করিবে যে, তাহার নিকট আনন্দের খবর আসিয়াছে? এইরূপে বুঝিয়া লউন—শুধু খোদাভীতির দাবী করিলেই খোদাভীতির প্রমাণ পাওয়া যাইতে পারে না; বরং দাবীদারের কৃত্রিমতা তাহার অবস্থা হইতে আপনাআপনিই প্রকাশ হইয়া পড়ে। যাহার হৃদয়ে খোদাভীতি বিদ্যমান তাহার অবস্থাই অন্যরূপ হইয়া থাকে। তাহার নিকটে বসিলেই বুঝা যায় যে, তাহার হৃদয়ে খোদার ভয় বিদ্যমান আছে। প্রকাশ্যে যেমন হাসি খুশীই করুক না কেন। যেমন, ফৌজদারী মোকদ্দমার আসামী যতই ভান করিয়া মনের অবস্থা গোপন করার চেষ্টা করুক কিন্তু তাহা গোপন থাকিতে পারে না।

که عشق ومشک را نتوان نهفتن - "এশ্‌ক্‌ এবং মিশ্‌ক্‌কে কখনও গোপন রাখা যায় না":

می توان داشت نہاں عشق زمردم لیکن + زردی رنگ رخ و خشکی لب را چہ علاج ؟

"এশ্‌ক্‌ তো লোক চক্ষু হইতে গোপন রাখা যায়। কিন্তু চেহারার ফেকাশে রং এবং ঠোঁটের শুষ্কতা গোপন রাখার কি উপায় হইতে পারে?"

হযরত গাউসে আ'যম (রঃ)-এর পুত্র যখন যাহেরী এলম সমাপ্ত করিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিলেন, তখন হযরত গাউসে আ'যম তাঁহাকে ওয়াযে দাঁড় করাইয়া দিলেন। তিনি "আযাবের ভয় এবং সওয়াবের উৎসাহ ব্যঞ্জক বড় বড় বিষয় বর্ণনা করিলেন কিন্তু শ্রোতৃবর্গের উপর উহার কোনই ক্রিয়া হইল না। তিনি ওয়ায শেষ করিলে হযরত গাউসে আ'যম মিম্বরে তশ্‌রীফ নিলেন এবং গত রাত্রের একটি নিজস্ব সাধারণ ঘটনা বর্ণনা করিলেন: "গতরাত্রে আমি রোযার উদ্দেশ্যে সেহরী খাওয়ার জন্য কিছু দুধ রাখিয়াছিলাম। একটি বিড়াল আসিয়া আমার দুধগুলি খাইয়া ফেলিয়াছে।" শুধু এতটুকু বলিতেই সভার অবস্থা অন্যরূপ হইয়া দাঁড়াইল, কেহ কাঁদিতে লাগিল, কেহ চীৎকার করিতে লাগিল, কেহ পরিধানের কাপড় ছিঁড়িতে লাগিল। গাউসে আ'যমের পুত্র ইহা দেখিয়া বিস্ময় বিমুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। ইহা এমন কি একটা বিষয় ছিল যে, মানুষ ইহাতে এত ভারাক্রান্ত হইয়া গেল। হযরত গাউসে আ'যম বলিলেন: 'বাপু! তোমার এল্‌ম্‌ এখন পর্যন্ত মুখেই সীমাবদ্ধ আছে। উহাকে অন্তরে পৌঁছাও।' তখন দেখিবে তোমার সামান্য কথাও মানুষের অন্তরে স্থান করিয়া ফেলিয়াছে।

বন্ধুগণ! আমি সত্য বলিতেছি, দ্বীনের সহিত সম্পর্কহীন মানুষ যদি দ্বীনের কথাও বলে, তবে উহাতে অন্ধকার মিশ্রিত থাকে। তাহার লিখিত অক্ষরগুলিতে এক প্রকার কালিমা লিপ্ত হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে দ্বীনদার লোক দুনিয়ার কথা বলিলেও তাহাতে 'নূর' থাকে। কেননা, প্রকৃত পক্ষে কথা অন্তর হইতে উৎপন্ন হইয়া আসে। অতএব, অন্তরের অবস্থার প্রতিক্রিয়া কথার মধ্যে অবশ্যই প্রকাশ পায়:

www.BANGLAKITAB.com

إِنَّ الْكَلَامَ لَفِي الْفُؤَادِ وَإِنَّمَا + جُعِلَ اللِّسَانُ عَلَى الْفُؤَادِ دَلِيلًا

"নিশ্চয়, কথার উৎপত্তি অন্তরের মধ্যে, জিহ্বাকে শুধু অন্তরের অবস্থার প্রমাণ স্বরূপ করা হইয়াছে।"

কথা তো কথাই, পোশাকের মধ্যেও অন্তরের অবস্থার ক্রিয়া প্রতিফলিত হইয়া থাকে। বুযুর্গ লোকদের পোশাকের মধ্যেও নূর থাকে। দর্শকগণ তাহা দর্শন করিয়া থাকেন; বরং তাঁহার বসিবার স্থানেও নূর থাকে।

আমার ওস্তাদজী মরহুম একবার ষ্টেশনে যাইয়া এক জায়গায় বসিয়া সঙ্গে সঙ্গেই বলিয়া উঠিলেন। "এখানে বসিতেই নূরে অন্তর আলোকিত হইয়া গিয়াছে। কি কারণ? এখানে এত নূর কেন?" পরে জানা গেল একজন বুযুর্গ লোক আসিয়া কিছুক্ষণ সেখানে বসিয়াছিলেন। তিনি চলিয়া গিয়াছেন কিন্তু তাহার সংস্পর্শে পাথরও মুক্তায় পরিণত হইয়াছে! ইহাই তো তাবার্‌রুকাতের মূল!

এইরূপে আমি বলিতেছি, দ্বীনের সহিত সম্পর্কহীন লোকের কিতাবে কালিমা লিপ্ত থাকে। যদিও তাহাতে ভাল ভাল বিষয় বস্তু লিখিত থাকুক এবং তাহা দিলওয়ালা লোকই দেখিতে পান। যেমন, কোন এক ব্যক্তি মাওলানা গোলাম আলী সাহেবের মজলিসে আসিলে তিনি বলিলেন: এই লোকটি আসিতেই মজলিস অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। সন্ধান লইয়া দেখ তাহার নিকট কি আছে? অনুসন্ধানে দেখা গেল, শেখ বু-আলী সাইনা-এর কোন একটি কিতাব লোকটির বগলের নীচে রক্ষিত ছিল।

বন্ধুগণ! বক্তার হৃদয়ের ক্রিয়া তাহার কথায় এবং গ্রন্থ প্রণেতার হৃদয়ের অবস্থা তাহার রচিত গ্রন্থে অবশ্যই প্রতিফলিত হইয়া থাকে। এই কারণেই বিধর্মীদের কিতাব কখনও পাঠ করা উচিত নহে। কেননা, কিতাব পাঠ করা আর উক্ত কিতাবের প্রণেতার সংসর্গে থাকা সমান কথা। বে-দ্বীনের সংসর্গে থাকার যে ফল, তাহার লিখিত কিতাব পাঠেরও সেই ফল। কিন্তু আজকাল মুসলমানগণ এবিষয়ে মোটেই পরোয়া করে না। প্রত্যেকেই যে কিতাব ইচ্ছা পড়িতে আরম্ভ করে।

॥ কিতাব পাঠে সাবধানতা ॥

বন্ধুগণ! আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে, রাসূলের ওয়াস্তে, বে-দ্বীনের বিশেষ করিয়া ইস্‌লামের শত্রুদের লিখিত পুস্তক কখনও পাঠ করিবেন না। তালেবে এল্‌মদিগকেও বলিতেছি তাহারা যেন এরূপ পুস্তক পাঠ না করে। উত্তর দিবার কিংবা প্রতিবাদের উদ্দেশ্যেও যেন পাঠ না করে:

إِلَّا أَنْ يَأْمُرَهُ وَاحِدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِضَرُورَةٍ

www.BANGLAKITAB.com

'কিন্তু যদি কামেল লোকদের মধ্যে কেহ তাহাদিগকে কোন প্রয়োজনে পাঠ করিবার নির্দেশ দেন তবে পড়িতে পারে।"

হাদীসে নির্দেশ আছে, দাজ্জালের সংবাদ শুনা মাত্র তথা হইতে দূরে পালাইয়া যাইও, কাছে যাইও না। তর্ক-বিতর্ক এবং প্রতিবাদের উদ্দেশ্যেও যাইও না। কেননা, তর্কের উদ্দেশ্যে তাহার নিকটে যাইয়া তাহার প্রতি বিশ্বাসী হইয়া যাইবে। অতএব, তালেবে এল্‌মগণ, যেহেতু তাহাদের এলম অসম্পূর্ণ, তর্কের উদ্দেশ্যেও তাহারা যেন ইস্‌লাম বিরোধী লেখকের কিতাব পাঠ না করে। কেননা, কোন কুস্তীগীর কাহারও সহিত কুস্তী লড়িতে ইচ্ছা করিলে প্রথমে তাহার ভাবিয়া দেখা উচিত প্রতিপক্ষ তাহার চেয়ে দুর্বল না সবল। দুর্বল হইলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারে। অন্যথায় তাহা হইতে দূরে সরিয়া থাকাই ভাল। এরূপ শক্তিশালী লোকের সহিত তাহারই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা উচিত যে তাহা অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী। এই কারণেই তত্ত্বজ্ঞানী ও জ্ঞান বিশারদ লোক ভিন্ন অপর কাহারও জন্য বিধর্মী দলের প্রতিবাদে প্রবৃত্ত হওয়ার অনুমতি নাই। কেননা, অনভিজ্ঞ লোকের উপর আশংকা আছে যে, কোন সময় নিজেই কোন সন্দেহের মধ্যে পতিত হইয়া ঈমান হারাইতে পারে। আজকাল বিরোধী সম্প্রদায়ের কিতাবে খুবই নিকৃষ্ট ধরণের বিষয়বস্তু লিখিত থাকে যাহা দেখিবা মাত্র প্রথম বারেই অপূর্ণ জ্ঞানী পাঠকের মন অস্থির ও দোদুল্যমান হইয়া পড়ে। কাজেই এই জাতীয় কিতাব কখনও পাঠ করা উচিত নহে।

॥ কেশ মোবারকের তাকসীম ॥

এই সফরেই আমি রেলগাড়ীতে জনৈক আর্য লেখকের একটি পুস্তক দেখিলাম। জনৈক সহযাত্রী আমাকে তাহা দেখাইলেন। পাপিষ্ঠ দুরাচার উহাতে হুযুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কেশ মোবারক 'তাক্‌সীম করার ঘটনার উপর প্রশ্নোত্থাপন করিয়াছে যে, نعوذ باللہ তিনি 'মানুষ পূজা' তা'লীম দিয়াছেন। হুযুর (দঃ) বিদায় হজ্জের দিন স্বীয় কেশ মোবারক ছাহাবায়ে কেরামের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিয়াছিলেন। এই লেখক উক্ত ঘটনার উপর মানুষ পূজার প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছে। আহা! তুই এশ্‌কের প্রতিক্রিয়া কি বুঝিবি? এশ্‌কের সহিত কাফেরের কি সম্পর্ক? আসল কথা এই যে, ছাহাবায়ে কেরাম হুযুরের প্রতি আশেক ছিলেন। তিনি বলিতেন: আমার মৃত্যুর পর তাহারা আমার ছুরত দেখার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িবে। কাজেই তিনি নিজের কেশ মোবারক তাঁহাদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিয়াছিলেন যেন বিচ্ছেদ যন্ত্রণার সময় উহা দর্শন করিয়া কিছুটা সান্ত্বনা লাভ করিতে পারেন। যে ব্যক্তি কোন দিন এশকের আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে সে বুঝিতে পারে, প্রিয় জনের এন্তেকালের পর তাঁহার স্মৃতি চিহ্নগুলি দর্শন করিয়া কি পরিমাণ

www.BANGLAKITAB.com

সান্ত্বনা লাভ করা যায়। আশেকদের অবস্থা তো এইরূপ যে, তাহারা এতটুকু সংবাদ জানিতে পারিয়াই সন্তুষ্ট যে, হুযূর (দঃ)-এর কেশ মোবারক ইহজগতে বিদ্যমান রহিয়াছে। যদিও তাহা দর্শনের ভাগ্য আমার আজও হয় নাই।

مرا از زلف تو موئے بسند ست + هوس را ره مده بوئے بسند ست

অর্থাৎ, "তোমার কেশ গুচ্ছের একটি মাত্র কেশই আমার পক্ষে অনেক। না, বরং উহার খুশ্‌বুই যথেষ্ট।" এরূপ ক্ষেত্রে বয়েতটি হযরত শেখ আবদুল হক দেহ্‌লবী (রঃ) লিখিয়াছেন যে, "আমরা যদিও কেশ মোবারকের দর্শনের সৌভাগ্য লাভ করি নাই কিন্তু খবর তো পাইয়াছি যে, হাঁ, কেশ মোবারক দুনিয়াতেই আছে। বস্, আমাদের সান্ত্বনার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট। অতএব বলুন, আশেকদিগকে সান্ত্বনা প্রদান কিসের মানুষ পূজা? পূজার সহিত ইহার কি সম্পর্ক? কোন বন্ধু সফরে যাত্রা করিবার কালে নিজের বন্ধু হইতে একটি আংটি কিংবা অন্য কিছু স্মৃতি চিহ্ন চায় এবং সে একটি স্মৃতি চিহ্ন দিয়া দেয়, তবে কি সে তাহার পূজা করে? কখনই না। হুযূর (দঃ) এর এই কাজও এই প্রকারেরই ছিল। ইহার উপর প্রশ্ন উঠে কেন?

এই উত্তরটি দেওয়া হইয়াছে প্রেমিকসুলভ রুচি অনুসারে। আর একটি উত্তর এই যে, হুযূর (দঃ) এই কেশ বণ্টন দ্বারা ছাহাবায়ে কেরামের একতা রক্ষা করিয়াছেন। কেননা, ছাহাবীগণ তাঁহার প্রতি এত অনুরক্ত ছিলেন যে, তাঁহার ওযুর পানি লইয়া কাড়াকাড়ি করিতেন। প্রত্যেকে চাহিতেন, 'হুযুরের ওযুর পানির ছিটা আমার গায়ে পড়ুক। অতএব, তাঁহারা কি হুযূরের কেশ মোবারক কখনও ত্যাগ করিতে পারিতেন? যাহা তাঁহার শরীর মোবারকের অংশ বিশেষ। যদি হুযুর (দঃ) তাহা নিজ হাতে বণ্টন না করিয়া দিতেন, তবে তাঁহাদের মধ্যে উহা লইয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা হওয়া বিচিত্র ছিল না। এই কারণেই হুযুর (দঃ) নিজে উহা তাক্‌সীম করিয়া দিয়াছিলেন। এই উত্তর প্রশ্নকারীর রুচি অনুযায়ী দেওয়া হইল। কেননা, তাহারা একতাকেই ধর্ম ও ঈমান বলিয়া মনে করে, (যদিও ইহার তাওফীক তাহাদের কখনও না হয়,) হুযূর (দঃ) نعوذ بالله কি মানুষ পূজার তা'লীম দিবেন? অথচ তিনিই পৃথিবীতে তাওহীদের তা'লীম দিয়াছেন। তাঁহার আবির্ভাবের পূর্বে সকল ধর্মের লোকেরাই শির্‌কের মধ্যে লিপ্ত ছিল, তাওহীদ কেহ জানিত না। এই প্রশ্নকারী শুধু একটি ঘটনা দেখাইয়াছে, অন্যান্য ঘটনাসমূহ তো দেখেই নাই। যদি দেখিতে পাইত, তবে এই ঘটনাটির তথ্য তাহার দৃষ্টির সম্মুখে পরিষ্কার হইয়া যাইত।

॥ কবর পূজা ॥

একবার ছাহাবায়ে কেরাম হুযুর (দঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলেন: পারসিকরা তাহাদের রাজাকে সেজদা করিয়া থাকে, আমরা কি আপনাকে সেজদা করিতে পারি না? আপনি

www.BANGLAKITAB.com

তো তাহার চেয়ে অধিক সেজ্‌দা পাইবার উপযোগী। হুযুর (দঃ) বলিলেন: তওবা কর, তওবা কর, খোদা তা'আলাকে ভিন্ন আর কাহাকেও সেজদা করা জায়েয নহে। অতঃপর বলিলেন: ارأيت لو مررت على قبري اكنت تسجد له 'বল ত, তোমরা যদি কোন সময় আমার কবরের নিকটে যাও, তবে কি তোমরা আমার কবরকে সেজ্‌দা করিবে?' ছাহাবাগণ বলিলেন: "না"। 'সুব্‌হানাল্লাহ্‌'। ছাহাবায়ে কেরামের স্বভাব কেমন নিখুঁত ছিল। কাজেই তো হুযুর (দঃ) তাঁহাদিগকে এই প্রশ্ন করিয়াছিলেন। কেননা, তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, ছাহাবায়ে কেরামের স্বভাবের মধ্যে কথাটি দৃঢ়রূপে জমিয়া ছিল যে, কবর সেজ্‌দা করার উপযুক্ত নহে।

কিন্তু এখনকার রুচি ইহার বিপরীত। আজকালকার মুসলমানদিগকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে অনেকেই বলিত, জী হাঁ। আমরা আপনার কবরকেও সেজদা করিব। কেননা, আজকাল কবর পূজার হিড়িক লাগিয়াছে। বুযুর্গানে দীনের মাযার-সমূহের সেজদা করা হইতেছে; বরং কোন কোন স্থানে আওলিয়ায়ে কেরামদের মাযার তো-নহে; বরং কোন কোন স্থানে তাঁহাদের রুমাল তাওলিয়া, কোন কোন স্থানে কুকুর, কিংবা তাঁহাদের খাটিয়া বা চৌকি কবরস্থ রহিয়াছে এবং উহার উপর মান্নত উৎসর্গ করা হইতেছে।

এক ব্যক্তি বলিত, আজকাল কাহাকেও ওলী বানাইয়া দেওয়া গণিকাদের ক্ষমতায় রহিয়াছে। কেননা, কোন একটি কবরের নিকট একবার যদি নাচগানের আসর জমান হইল, তখন হইতেই সেই কবরের সমাহিত লোকটি ওলী বলিয়া বিখ্যাত হইলেন। কিন্তু ছাহাবায়ে কেরামের জ্ঞান ও রুচি অতিশয় বিশুদ্ধ ছিল, তাঁহারা উত্তর দিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌! আমরা কবরকে সেজ্‌দা করিব না। অথচ আম্বিয়া আলাইহিমুস্‌ সালাম পরলোক গমনের পরেও এক বিশেষ জীবনে জীবিত থাকেন বলিয়া সকলেই স্বীকার করে। ছাহাবায়ে কেরামও তাহা জানিতেন, অবশ্য সেই জীবন এই পার্থিব জীবনের ন্যায় নহে; বরং তাহা আলমে বরযখের জীবন। কিন্তু আম্বিয়ায়ে কেরামের বরযখী জীবন এমন শক্তিশালী যে, উহার কোন কোন লক্ষণ পার্থিব ব্যাপারেও প্রকাশ পায়। যেমন, তাঁহাদের বিবিগণকে নেকাহ করা কাহারও পক্ষে জায়েয নহে। যদিও এই হুকুমটির কথা কেবল হুযুর (দঃ) সম্বন্ধেই কোরআনে উল্লেখ হইয়াছে, কিন্তু উহার প্রকাশ্য ভাষা ব্যাপক বলিয়া বুঝা যাইতেছে এবং তাঁহাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি উত্তরাধিকারিগণের মধ্যে বণ্টন করা হয় না। এই হুকুমটি হাদীসে ব্যাপক শব্দেই আসিয়াছে:

نحن معاشر الانبياء لا نورث ما تركناه صدقة -

www.BANGLAKITAB.com

"আমরা নবী সম্প্রদায়ের কোন উত্তরাধিকারী হয় না। আমরা যাহাকিছু ত্যাগ করিয়া যাই তাহা ছদ্‌কাহ্"। আর তাঁহাদের দেহকে জমিন খাইতে পারে না। অর্থাৎ জমিনের সঙ্গে মিশিয়া যায় না। শহীদানের দেহ সম্বন্ধেও হাদীসে এরূপ বর্ণিত আছে। যাহা হউক, আম্বিয়ায়ে কেরাম কবরে জীবিতই আছেন। কিন্তু এতদসত্ত্বেও ছাহাবায়ে কেরামের বিশুদ্ধ রুচি দেখুন, ইহা সত্ত্বেও তাঁহারা এই উত্তরই দিয়াছেন যে, না, আমরা কবরকে সেজদা করিব না। হুযুর (দঃ) বলিলেন : তবে এখন কেন সেজদা করিতে চাও? ইহাতে তিনি বুঝাইয়া দিলেন যে, যে বস্তু কোন এক সময়ে মৃত্যুর কারণে সেজদার উপযোগী থাকিবে না উহা কোন কালেই সেজদার উপযোগী নহে। অতএব, খোদা ভিন্ন আর কাহাকেও সেজ্‌দা করা জায়েয নহে। অথচ শুধু সেজদা সকল অবস্থায় এবাদতের মধ্যেও গণ্য নহে; বরং এবাদতের নিয়তে হইলে এবাদত; অন্যথায় সালামের উদ্দেশ্যে সেজদা করা প্রাচীনকালের শরীয়তসমূহে জায়েয ছিল। কিন্তু হুযুর (দঃ) নিজের জন্য তাহাও বরদাশত করেন নাই। এমন কি, আল্লাহ্ ভিন্ন অন্য কাহাকেও সেজদা করা সম্পূর্ণরূপে হারাম করিয়া দিয়াছেন। তিনি যদি তাহা পছন্দ করিতেন, তবে ছাহাবায়ে কেরাম যখন নিজেরাই তাঁহাকে সেজদা করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তখন কি তিনি নিষেধ করিতেন? যে ব্যক্তি নিজে পূজিত হওয়া পছন্দ করে, সে তো এরূপ সুযোগকে সুবর্ণ সুযোগ বলিয়া মনে করিবে। মনে করিবে, আমার তো বলিবারও প্রয়োজন হয় নাই, ভক্তেরা নিজেরাই সেজদার ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছে। কিন্তু হুযুর (দঃ) জীবিতকালেও উহার অনুমতি দেন নাই এবং মৃত্যুর পরেও অনুমতি দেন নাই। অধিকন্তু তিনি মৃত্যুর পূর্বক্ষণে বলিয়া গিয়াছেন :

لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبياءهم مساجد -

"ইহুদী নাছারাদের প্রতি খোদার লা'নৎ বর্ষিত হউক, যাহারা নিজেদের নবীগণের কবরসমূহকে সেজদার স্থান করিয়া লইয়াছে।" ইহাতে ছাহাবায়ে কেরামকে সতর্ক করা হইয়াছে যে, তোমরা তোমাদের নবীর কবরের সহিত তদ্রূপ ব্যবহার করিও না। এতদ্ভিন্ন হুযুর (দঃ) এসম্বন্ধে আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনাও করিয়াছেন, اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد - "হে খোদা! আমার কবরকে মূর্তি সাজাইও না যাহাকে পূজা করা হইবে।" এই পাপিষ্ঠ দুরাচার আর্য লেখক হুযুরের এসমস্ত তা'লীম কোন দিন দেখে নাই? যাহাতে সে বুঝিতে পারিত যে, হুযুর সর্বদা বান্দাই থাকিতে চাহিয়াছেন, মা'বুদ হইতে চাহেন নাই। কেবল এক কেশ বণ্টনের ঘটনাই সে দেখিয়াছে যাহাতে নিজের তরফ হইতে উহার কারণ আবিষ্কার করিয়াছে যে, তদ্দ্বারা মানুষ পূজা-শিক্ষা দেওয়া উদ্দেশ্য ছিল। আরে পাপিষ্ঠ! যে ব্যক্তির রুচি এরূপ হয়, তাহার

www.BANGLAKITAB.com

অপরাপর কার্য ও বাণী উহার বিরোধী হয় না। কিন্তু হুযূরের কার্য ও বাণীসমূহ এই ইচ্ছার প্রকাশ্য বিপরীত। তবে তোমার এই উক্তি কেমন করিয়া ঠিক হইবে যে, তাঁহার ইচ্ছা ছিল মানুষ পূজার তা'লীম দেওয়া। কেননা, এই কাজের কারণ অন্য-কিছু হইতে পারে না? যেমন আমি বলিয়া দিয়াছি যে, এই কাজে হুযূরের শাসন-তান্ত্রিক উদ্দেশ্যও ছিল এবং প্রেমিক সুলভ উদ্দেশ্যও ছিল। মানুষ-পূজার সহিত ইহার কোনই সম্পর্ক নাই। প্রসঙ্গক্রমে এই আলোচনাটি মধ্যস্থলে আসিয়া পড়িয়াছে, আসলে আমি বলিতেছিলাম—অন্তরের প্রতিক্রিয়া, মানুষের কথা এবং পোশাকে পর্যন্ত প্রকাশ পাইয়া থাকে। এই কারণেই আল্লাহ্‌ওয়ালাগণের তাবার্‌রুকের মধ্যে প্রভাব হইয়া থাকে এবং সংসর্গে তাহা অপেক্ষা অধিক প্রতিক্রিয়া (প্রভাব) হয়:

یک زمانه صحبتے با اولیاء + بہتر از صد ساله طاعت بے ریا

অর্থাৎ, "আউলিয়া-য়ে কেরামের সহিত সামান্য সময়ের সংসর্গ লাভ করা একশত বৎসর ধরিয়া রিয়াকারী ভিন্ন খাঁটি নিয়তে এবাদত করার চেয়ে উত্তম।" এই তো গেল সংসর্গ লাভের ফল, আর সাক্ষাৎ লাভ সম্বন্ধে মাওলানা বলেন:

اے لقائے تو جواب ہر سوال + مشکل از تو حل شود بے قیل وقال

"আপনি এতই মঙ্গলময় যে, আপনার সাক্ষাৎই সকল প্রশ্নের জবাব। নিঃসন্দেহ, আপনার দ্বারা সকল মুশ্‌কিল আসান হইয়া যায়।" আমরা দেখিতে পাইয়াছি যে, বুযুর্গানে দ্বীনের চেহারা মোবারকের প্রতি দৃষ্টি পড়িতেই অনেক প্রশ্নের সমাধান হইয়া যায়। কোন কোন সময় বুযুর্গানের কাছে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার উদ্দেশ্যে গিয়া দেখিলাম তাঁহাদের চেহারার দিকে দৃষ্টিপতিত হওয়া মাত্র প্রশ্নের উত্তর আপনাআপনি অন্তরে আসিয়া গিয়াছে; বরং আমি আরও অগ্রসর হইয়া বলিতেছি যে, বুযুর্গানের ধ্যান করিলেই ফল পাওয়া যায়। পীরের ধ্যান করার মাসআলাটির মূলতত্ত্ব ইহাই, যাহা সুফিয়ায়ে কেরাম শিক্ষা দিয়া থাকেন। কিন্তু লোকে পরবর্তীকালে ইহাতে অনর্থক বাড়াবাড়ি করিয়া ফেলিয়াছে। এই কারণেই মাওলানা ইস্‌মাঈল শহীদ (রঃ) পীরের ধ্যান করিতে নিষেধ করিতেন। কিন্তু তিনি ধ্যান মাত্রকেই নিষেধ করেন নাই; বরং বিশেষ ধরনের ধ্যানকে নিষেধ করিয়াছেন—যাহা এই যুগে সাধারণ শ্রেণীর লোকের মধ্যে প্রচলিত দেখা যায়। যদি কোথাও তাঁহার কথায় ব্যাপকতা দেখা যায়, তবে সেই ব্যাপকতার অর্থ তদ্রূপই হইবে—যেমন, আজকাল আমরা বলিয়া থাকি, "রেহান রাখা হারাম।" অথচ فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ অর্থাৎ, শান্তি ও স্থিরতা লাভের উপায় রেহানের বস্তুসমূহ যাহা পাওনাদারের অধিকারে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। আয়াত দ্বারা-পরিষ্কার বুঝা যায় যে, রেহান রাখা জায়েয। কিন্তু আজকালের প্রচলিত নিয়মের রেহান হারাম। কেননা, আজকাল পাওনাদার রেহানে আবদ্ধ বস্তু হইতে ফলভোগ করিবে

www.BANGLAKITAB.com

বলিয়া শর্ত করিয়া থাকে—অথচ তাহা হারাম। এইরূপে মাওলানা শহীদ (রঃ)-এর বাণীতেও ধ্যান শব্দে সেই বিশেষ প্রকারের ধ্যানই উদ্দেশ্য যাহাতে আজকাল লোকে বাড়াবাড়ি করিয়া থাকে। কেহ কেহ বাস্তবিকই ইহাতে সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছে।

যেমন, এক ব্যক্তি আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, পীরের ধ্যান কেমন মনে করেন? আমি জবাব দিবার পূর্বে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি পীরের ধ্যান বলিতে কি মনে করিতেছ?" সে বলিল, পীরের আকৃতির মধ্যে খোদা তা'আলাকে মনে করা। আমি বলিলাম, ইহা তো পরিষ্কার শির্‌ক্। মাওলানা শহীদ (রঃ) এই ধ্যানকেই নিষেধ করিয়াছেন। ইহার প্রমাণ এই যে, তিনি পীরের ধ্যান বাতেল হওয়া সম্বন্ধে এই প্রমাণটি বর্ণনা করিয়াছেন: مَا هٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ "এসমস্ত কিসের অর্থহীন মূর্তি যাহার পূজায় তোমরা আত্মহারা হইয়া রহিয়াছ।" এই আয়াতটি মুশ্‌রিকদের উদ্দেশ্যে বলা হইয়াছে। তবে সকল অবস্থার ধ্যানকে তিনি হারাম বলেন নাই। অন্যথায় তিনি শাহ্ ওলিউল্লাহ্ ছাহেবেরও পরিষ্কার ভাষায় প্রতিবাদ করিতেন। কেননা, শাহ্ ওলিউল্লাহ্ ছাহেব القول الجميل কিতাবে পীরের ধ্যানের মাস্‌আলা লিখিয়াছেন। আর যাঁহার নাম মৌলবী ইসমাঈল শহীদ, যিনি কাহারও পরোয়াকারী ছিলেন না, খুব স্পষ্টভাষী ছিলেন, যদি সকল অবস্থার ধ্যান হারাম মনে করিতেন, তবে তিনি শাহ্ ওলিউল্লাহ্ ছাহেব লিখিয়াছেন বলিয়া কোন পরোয়া করিতেন না; বরং দ্বিধাহীন চিত্তে তাঁহারও প্রতিবাদ করিতেন যে, এই মাসআলায় তিনি একটু অমনোযোগিতার পরিচয় দিয়াছেন কিংবা ভুল করিয়াছেন। কিন্তু মাওলানা শহীদ তাঁহার কোনই প্রতিবাদ করেন নাই; ইহাতে বুঝা গেল যে, মূল ধ্যানকে তিনি জায়েয মনে করিতেন। অবশ্য সীমাহীন বাড়াবাড়িকে হারাম বলিতেন।

অতএব, এই মাস্‌আলাটিতে আজকাল মানুষ দুই প্রকারের ত্রুটি করিতেছে। এক প্রকারের ত্রুটি এই যে, কেহ কেহ মূর্খতা বশতঃ এই মাস্‌আলায় সীমাহীন বাড়াবাড়ি করিয়াছে। যেমন, এইমাত্র আমি এক ব্যক্তির ঘটনা বর্ণনা করিলাম যে, সে খোদাকে পীরের আকৃতির মধ্যে মনে করাকে "পীরের ধ্যান" বলিয়া জানিত। আবার শুধু ধ্যানের স্তরেও অন্যান্য লোকেরা বাড়াবাড়ি করিয়াছে, ইহাদিগকে যাহেরী আলেম সম্প্রদায় নামে অভিহিত করা যায়। তাহারা শুধু ধ্যানকেও হারাম বলিতেছে, অথচ উহাতে কোন দোষ নাই; বরং অলসতা অমনোযোগিতার কারণে যে সমস্ত বাজে কল্পনা আসিয়া মন অধিকার করে, পীরের ধ্যান দ্বারা তাহা দূর করা যায়। ইহার রহস্য এই যে, একটি যুক্তি সম্মত মাসআলা আছে: النفس لا تتوجه الى شيئين في آن واحد

www.BANGLAKITAB.com

"নাফ্‌স্ একই সময়ে দুই বস্তুর প্রতি মনোযোগী হইতে পারে না"। অতএব, কল্পনা সে পর্যন্তই আসিতে পারিবে যে পর্যন্ত কোন নির্দিষ্ট বস্তুর প্রতি মনের সম্পর্ক স্থাপিত না হয়। আর যদি কোন বস্তুর সহিত সম্বন্ধ হইয়া যায়, তখন আর বাজে কল্পনা আসিয়া মন অধিকার করিতে পারে না। এই কারণে বাজে চিন্তা ও কল্পনা দুরীভূত করার উদ্দেশ্যে মনকে অন্য কোন বস্তুর সহিত আকৃষ্ট রাখা হিতকর। যদি আল্লাহ্ তা'আলার সহিত সম্পর্ক স্থাপিত হইয়া যায়, তবে ইহার চেয়ে উত্তম আর কি হইতে পারে। আল্লাহ্ তা'আলার সহিত মনের সম্পর্ক স্থাপনই তো আসল উদ্দেশ্য। কিন্তু প্রাথমিক অবস্থায় তরীকৎ পন্থীর অন্তরকে আল্লাহ্ তা'আলার সহিত এমন দৃঢ়ভাবে সম্বন্ধযুক্ত করা কঠিন যেন আল্লাহ্ তা'আলার ধ্যানের সহিত অন্য কোন পদার্থের ধ্যান আসিতে না পারে। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা অনুভবনীয়ও নহেন দর্শনীয়ও নহেন। অদৃশ্য এবং প্রাথমিক স্তরের তরীকৎ পন্থীর ধ্যান কোন অদৃশ্য বস্তুর সহিত জমে না। সুতরাং প্রাথমিক অবস্থায় কোন অনুভবনীয় বস্তুর ধ্যান করা আবশ্যক যাহা সহজে অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হইয়া যায়। অবশ্য ইহার জন্য নিজের স্ত্রীর ধ্যানও যথেষ্ট। কিন্তু সুফিয়ায়ে কেরাম পীরের ধ্যান এই উদ্দেশ্যে মনোনীত ও নির্ধারিত করিয়াছেন যে, পীর অনুভবনীয় হওয়ার সাথে সাথে ধর্ম কর্মের সহায়কও বটেন। তাঁহার প্রতি মহব্বত রাখিলে আল্লাহ্ তা'আলার সহিত সম্পর্ক স্থাপনে বাধা জন্মে না; বরং এই সম্পর্ককে আরও বৃদ্ধি করে। কিন্তু বিবী কিংবা অন্য কোন পদার্থের ধ্যান করিলে যদি বিবীর কিংবা অন্য কোন বস্তুর মহব্বত অন্তরে দৃঢ় হইয়া যায়, তবে বাজে কল্পনা মন হইতে দুর করার পরে আবার সেই মহব্বতকেও দুর করিতে হইবে। ইহাতে পরিশ্রম দ্বিগুণ হইয়া যাইবে। আর পীরের ধ্যানে পীরের প্রতি মহব্বত দৃঢ় হইয়া গেলে উহাকে মন হইতে দুর করিবার প্রয়োজন হইবে না; বরং পীরের মহব্বত যত অধিক হইবে আল্লাহ্ তা'আলার সহিত সম্পর্ক স্থাপনে তাহা তত অধিক হিতকর ও সহায়ক হইবে।

ইহার কারণ এই যে, অন্যান্য জিনিসের প্রতি মহব্বত নাফ্‌সের কোন উদ্দেশ্য সফল করার জন্য হইয়া থাকে, আর পীরের প্রতি মহব্বত সেই উদ্দেশ্যে হয় না; বরং শুধু খোদার সহিত সম্পর্ক স্থাপনের জন্যই হইয়া থাকে। আর খোদার সহিত সম্বন্ধ করার জন্য কাহারও সঙ্গে মহব্বত করিলে তাহা প্রকৃতপক্ষে খোদার প্রতি মহব্বত বলিয়াই গণ্য হয়। দেখুন আমাদেরে সন্তুষ্ট করার জন্য যদি কেহ আমাদের সন্তান কিংবা আমাদের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে মহব্বত রাখে, তবে উহাকে আমরা নিজের প্রতি মহব্বত বলিয়াই মনে করি। এইরূপে যেহেতু খোদার জন্যই লোকে পীরের সহিত মহব্বত রাখে; সুতরাং উহাকে আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি মহব্বত বলিয়াই মনে করিতে হইবে। ইহা আল্লাহ্ তা'আলার সহিত সম্বন্ধ স্থাপনে

www.BANGLAKITAB.com

প্রতিবন্ধক না হইয়া বরং সহায়কই হইবে। এই কারণেই সুফিয়ায়ে-কেরাম মন হইতে বাজে চিন্তা ও কল্পনা দুর করার উদ্দেশ্যে পীরের ধ্যানের ব্যবস্থা রাখিয়াছেন। ইহাতে বুঝা গেল, لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ (আল্লাহ্ ভিন্ন কোন মাবুদ নাই।) কলেমায় যে গায়রুল্লাহ্‌কে অন্তর হইতে দুর করা হয় এখানে (গায়র) শব্দের মান্তেকী অর্থ উদ্দেশ্য নহে। কেননা, তাহাতে রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মহব্বতও অন্তর হইতে দুর করিয়া দেওয়ার সন্দেহ হইতে পারে ; বরং শব্দের প্রচলিত অর্থ এখানে গ্রহণ করিতে হইবে ; অর্থাৎ "বেগানা"। যেমন, বলা হয়, "ভাই তুমি তো আমার 'গায়র' নও" অর্থাৎ পর নও। এখানে যদি 'গায়র' শব্দের মান্তেকী অর্থ লওয়া হয়, তবে 'গায়র নও' শব্দের অর্থ হইবে তুমি আর আমি একই। তবে কি ইহাদের উভয়ের জন্য একই হুকুম হইবে অর্থাৎ একজনের বিবী অপর জনের জন্য হালাল হইবে ? কখনই না। কাজেই এখানে 'গায়র' শব্দের মান্তেকী অর্থ গ্রহণ করা যাইবে না। তদ্রূপ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ কলেমায় 'গায়রুল্লাহ্' বলিতে মান্তেকী 'গায়র' অর্থ হইবে না ; বরং 'গায়র'-এর অর্থ হইবে 'আজনবী' অর্থাৎ 'পর' যাহার সম্পর্ক আল্লাহ্ তা'আলার সহিত সম্পর্ক স্থাপনে বাধা সৃষ্টি করে। এই অর্থে রাসূলুল্লাহর মহব্বত এবং পীরের মহব্বত আল্লাহ্ তা'আলার মহব্বতের গায়র (পরিপন্থী) নহে, সুতরাং উহা অন্তর হইতে দুর করাও উদ্দেশ্য নহে। কিন্তু সুফিয়ায়ে-কেরাম অনুপযুক্ত লোকদের নিকট গোপন রাখার উদ্দেশ্যে মান্তেকী এবং প্রচলিত অর্থের প্যাঁচ লাগাইয়া রাখিয়াছেন যেন তাহারা এই রহস্যের সন্ধান না পায়। যেমন কবি বলিতেছেন :

با مدعی مگوئید اسرار عشق ومستی + بگذار تا بمیرد در رنج خود پرستی

"এশ্‌কের দাবীদার লোকের নিকট এশ্‌ক্ ও মত্ততার রহস্য প্রকাশ করিও না, তাহাদিগকে দুঃখ চিন্তা এবং আত্ম অহংকারে মরিতে দাও।" কবি আরও বলেন : اصطلاحے ست مر ابدال را "আবদালের ভিন্ন একটি প্রচলিত পরিভাষা আছে।" তাহাদের পরিভাষা সকলের চেয়ে স্বতন্ত্র, সুতরাং প্রথমে তাঁহাদের নিজস্ব পরিভাষা জানিয়া লইতে হইবে। তৎপর তাঁহাদের উপর প্রশ্ন উত্থাপন করা উচিত। 'গায়র' সম্বন্ধে তাঁহাদের প্রচলিত অর্থ যখন জানা গেল, তখন নিম্নোক্ত বয়েতটিতে আর কি প্রশ্ন হইতে পারে ?

هر چه بینم در جہاں غیر تو نیست + یا توئی یا خوئے تو یا بوئے تو

"যাহাকিছু পৃথিবীতে দেখিতেছি তুমি ছাড়া নহে। হয়ত তুমি, কিংবা তোমার স্বভাব অথবা তোমার গন্ধ" (অর্থাৎ দুনিয়ার সমস্ত বস্তুই আপনার আজ্ঞাবহ, প্রত্যেক বস্তু হইতে আপনারই মহিমা দৃষ্টিগোচর হইতেছে।) সারমর্ম এই যে, সমগ্র পৃথিবী আপনার গুণাবলী ও কার্যাবলী প্রকাশিত হওয়ার ক্ষেত্র। আপনার সহিত সকল বস্তুরই সম্পর্ক রহিয়াছে। (সুতরাং অপর বলিতে কোন অস্তিত্বই নাই। সর্বত্র

www.BANGLAKITAB.com

আপনারই প্রকাশ, কিন্তু ইহার এবারত ও বর্ণনা ভঙ্গী এইরূপ যে, মূর্খ লোকেরা খোদার সত্তার অন্তর্ভুক্ত বলিয়া ধোকায় পড়িবে। অতএব, এই অর্থে পীরের মহব্বত খোদার মহব্বত ছাড়া অন্য কিছু নহে। কেননা, পীরের মহব্বত আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছিবার সহায়। পীরের ধ্যানের ইহাই মূলকথা।

কিন্তু এমতাবস্থায় পীরের ধ্যান করা এই শর্তে জায়েয হইবে যেন সর্বদা উহাতেই মগ্ন হইয়া বসিয়া না থাকে। অর্থাৎ, উহার জন্য কোন নির্দিষ্ট ওযিফা বা সময় এমনভাবে নির্ধারণ না করা হয় যে, সেই সময়ে আল্লাহ্ তা'আলার খেয়াল আসিলেও ইচ্ছা পূর্বক উহাকে প্রতিরোধ করে। পীরের ধ্যানের ওযিফা নির্ধারিত করিয়া লওয়াতেই মাওলানা ইসমাঈল শহীদ (রঃ) নিষিদ্ধ ঘোষণা করিয়াছেন। অতএব, বুযুর্গানে দ্বীনের ছোহবৎ এবং সাক্ষাৎ তো বড় জিনিস। তাহাদের ধ্যানও খোদাপ্রাপ্তির জন্য হিতকর।

বুযুর্গানে দ্বীনের তাবার্রুক গ্রহণের মূলও ইহাই। কেননা, তাঁহাদের প্রদত্ত বস্তু দেখিয়া তাঁহাদের স্মরণ জীবন্ত হয় এবং তাঁহাদের স্মরণ মনে উদিত হইলে অন্তরে নূর উৎপন্ন হয়। আল্লাহ্ তা'আলার সহিত সম্পর্ক স্থাপিত হয়। কিন্তু ইহাতে কেহ মনে করিবেন না যে, পীর বুযুর্গের ছবি রাখাও জায়েয, যেহেতু উহাতেও ইয়াদ তাজা হয়। কেননা, পোশাক এবং ছবির মধ্যে পার্থক্য আছে। পোশাকের স্মৃতি অন্যরূপ, উহাতে পূজার আশঙ্কা নাই, পক্ষান্তরে ছবি রাখিলে পূজার আশঙ্কা আছে। বস্তুতঃ এই ছবি রাখার ফলেই পৃথিবীতে মূর্তি পূজা বিস্তার লাভ করিয়াছে।

মোটকথা, যখন প্রমাণিত হইল যে, আন্তরিক অবস্থার প্রভাব, কথা এবং পোশাকে প্রকাশ পায়। সুতরাং বিধর্মীদের রচিত পুস্তক এবং তাহাদের পোশাক হইতে দূরে থাকা উচিত। কেননা, বিধর্মীদের অন্তরে অন্ধকারই বিরাজমান,—তাহারা যতই পবিত্রতার দাবীই করুক না কেন এবং যতই ভাল ভাল বিষয় বস্তু বর্ণনা করুক না কেন; কিন্তু তাহাদের দাবীর অবস্থা এইরূপ হইবে:

وَقَوْمٌ يَدَّعُوْنَ وِصَالَ لَيْلٰى + وَلَيْلٰى لَا تُقِرُّ لَهُمْ بِذَالِكَ

"লোকে লায়লী অর্থাৎ, সত্যিকারের মাহবুবের মিলন লাভের দাবী করিয়া থাকে। কিন্তু মাহবুব তাহাদের জন্য উহা স্বীকার করে না।" আর দ্বীনদার লোকের কথা দুনিয়াবী ব্যাপারেও নূরশূন্য হইবে না। পরীক্ষা করিয়া দেখুন। ইহা গুপ্ত কথা নহে। তবে পরীক্ষাকারীর প্রকৃতি ও স্বভাব সুস্থ হইতে হইবে। বন্ধুগণ! দুই ভাই যদি একই রাত্রিতে নিজ নিজ বিবির নিকট গমন করে, যাহাদের মধ্যে একজন পুরুষত্ব শক্তির অধিকারী আর একজন নপুংষ। তবে প্রাতঃকালে উভয়ের চেহারা ও কথা-বার্তা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে যে, মিলন কাহার ভাগ্যে ঘটিয়াছে এবং কে বঞ্চিত রহিয়াছে।

www.BANGLAKITAB.com

॥ খোদাভীতির প্রভাব ॥

খোদার বান্দাগণ! এতটুকু কথাও ত গোপন থাকে না। আর যে খোদাভীতির প্রভাবে পাহাড় কম্পিত হয় তাহা গোপন থাকিবে? আপনার অন্তরে খোদাভীতি থাকিবে আর তাহা আপনার কাজে-কর্মে প্রকাশ পাইবে না এমন কখনও হইতে পারে না। কিন্তু কতক লোক ধোকায় পতিত রহিয়াছে। নিজেকে নিজে খোদাভীরু ও খোদার সহিত সম্বন্ধযুক্ত মনে করে অথচ আল্লাহ্‌র দরবারে তাহার কোন পাত্তাই নাই। সম্ভবতঃ সে মনে করিয়া থাকিবে যে, যে বস্তুর কল্পনা মনে উদিত হয়, সে বস্তু স্বয়ং অন্তরে আবির্ভূত হইয়া থাকে এবং সম্পর্ক ও ভয়ের কল্পনা তাহাদের আছে, কাজেই তাহারা প্রকৃত প্রস্তাবে খোদাভীরু এবং খোদার সহিত সম্পর্ক বিশিষ্ট হইয়া গেল। শুধু কল্পনা করিলেই যদি কোন বস্তু স্বয়ং অন্তরে আসিয়া পড়ে, তবে যে ব্যক্তি পর্বতের কল্পনা করে তাহার মনে হুবহু পর্বতই আসিয়া বিদ্যমান হওয়া উচিত। তবে পর্বতের কল্পনায় তাহার অন্তর ফাটিয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ হয় না কেন? এত বড় বিরাট পদার্থ ক্ষুদ্র একটু অন্তরে কেমন করিয়া ধরিল? ইহা তো বাহ্যদর্শী লোকদের অজ্ঞতা। তাহারা শুধু খোদাভীতির কল্পনাকেই খোদাভীতি লাভ করা মনে করিয়া থাকে।

এখন আমি পীর সাহেবদের নাড়ি-ভুড়ি বাহির করিতেছি। ইহাদের মধ্যেও অনেকে ধোকায় পতিত রহিয়াছে। তাহাদের মধ্যে কাহারও সবে মাত্র মোকামের রুচি আয়ত্ত হইয়াছে। কিছু কিছু 'হাল কাইফিয়তও' দেখিতে পাইয়াছেন। কিন্তু এখনও 'হাল' দৃঢ় ও দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই, অমনি পীর সাজিয়া বসিয়াছেন। শিক্ষা-দীক্ষার কায়দাও জানে। মানুষ তাঁহার হাতে সফলতাও লাভ করে। কিন্তু কিছুদিন পরে দেখা যায় তাঁহার সেই মোকামও নাই, সেই হালও নাই। তবে সেই খোদাভীতির প্রভাব কোথায় গেল? তাহার মধ্যে যদি খোদাভীতি বিদ্যমান থাকে, তবে গুনাহ্‌র কাজ হইতে বিরতি কেন নাই? যদি তিনি নম্র ও বিনয়ী হন, তবে লোকের কথায় তেলে বেগুনে জ্বলিয়া উঠেন কেন?

আসল কথা এই যে, তিনি প্রত্যেক বিষয়েই স্বাদ উপভোগ করিয়াছেন, কিন্তু উদর পূর্ণ হয় নাই। স্বাদ কিছু ভোগ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া মনে করিলেন, যখন ইচ্ছা খোদাভীতি ও বিনয়ের 'হাল' মনে প্রবল করিয়া লইব। কিন্তু যে পর্যন্ত তাহা বাস্তবে পরিণত না হয়, শুধু শুধু চাহিলে কি হইবে? চাওয়া তো কাফেরেরাও চাহিয়াছিল "لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هٰذَا" "আমরা ইচ্ছা করিলে এই কোরআনের ন্যায় কালাম বানাইতে পারিব।" কিন্তু কোন দিন করিয়া তো দেখায় নাই। এই ব্যক্তির চাওয়াও তদ্রূপ চাওয়াই বটে; অর্থাৎ, যখন চাহিব খোদাভীতি এবং বিনয় হাছিল করিয়া লইব। কিন্তু একদিনও হাছিল করে নাই। অতএব, এমতাবস্থায় তাহার পীর

www.BANGLAKITAB.com

সাজিয়া বসা ঠিক এইরূপই যেমন এক ব্যক্তির মধ্যে বিবাহ করিবার ক্ষমতা আছে। সে বলিল, আমি যখন ইচ্ছা বিবাহ করিয়া সন্তান উৎপাদন করিয়া লইব। অতএব, তোমরা আমাকে এখন হইতেই 'বাবা' বলিতে থাক। বলুন ত, এখন হইতে তাহাকে 'বাবা' কেন বলা হইবে? তাহার উচিত প্রথমে বিবাহ করা। তারপর বিবীর সহিত সহবাস করা, যখন বিবী গর্ভবতী হইয়া প্রসব করিবে সেদিন হইতে সে আপনা-আপনিই 'বাবা' হইয়া যাইবে। কাহারও বলার প্রয়োজন হইবে না।

অতএব, হে তরীকতপন্থীর দল! শুধু মোকামের স্বাদ গ্রহণ করিয়াই নিশ্চিন্ত হইও না; বরং উহাতে দৃঢ়তা অর্জন কর। শুধু ইচ্ছার উপর থাকিও না। মনে করিও না যে, পন্থা ও উপায় যখন জানা হইয়াছে, তখন ইচ্ছামত পূর্ণতা অর্জন করা যাইবে। স্মরণ রাখিও, এইরূপে কখনও পূর্ণতা অর্জন করা সম্ভব হইবে না। পূর্ণতা অর্জনের পূর্বেই যদি পীর সাজিয়া বস, তবে পূর্ণতা অর্জনের তাওফীকই কোন দিন হইবে না। পূর্ণতা অর্জনের পন্থা তো এইরূপ:

اے بے خبر بکوش کہ صاحب خبر شوی + تا راہ ہیں نہ باشی کے راہبر شوی

"হে অজ্ঞ! চেষ্টা করিতে থাক, যেন জ্ঞানী হইতে পার। যে পর্যন্ত নিজে রাস্তা না দেখিবে সে পর্যন্ত তুমি রাস্তা প্রদর্শনকারী হইতে পারিবে না।"

در مکتب حقائق پیش ادیب عشق + ہاں اے پسر بکوش کہ روزے پدر شوی

"হাকীকত অর্থাৎ, তত্ত্বজ্ঞানের মাদ্রাসায় এশ্‌কের সাহিত্যিকের সম্মুখে, হাঁ, হে বৎস! চেষ্টা করিতে থাক, তাহা হইলে কোন দিন বাবা অর্থাৎ পীরও হইতে পারিবে।"

মোটকথা, পীর সাজিবার পূর্বে কোন কামেল পীরের জুতা সোজা করিতে থাক এবং বাবা সাজিবার পূর্বে বেটা হওয়ার চেষ্টা কর। নতুবা স্মরণ রাখিও, কিছু দিনের মধ্যে তোমার এই ব্যক্তিত্বের খোলস খুলিয়া যাইবে। কেননা, তোমার অবস্থা এইরূপ: মনে কর, কেহ যখন কাহারও প্রশংসা করিতে আরম্ভ করে, তখন তিনি খুব বিস্ময়ের সহিত বলিয়া থাকেন: "আমি তো কোন কিছুরই উপযুক্ত নহি। আমি তো নিজেকে সর্বাপেক্ষা অনুপযুক্ত মনে করিতেছি"; কিন্তু অতঃপর যদি সে আবার তাহাকে বলে: "হাঁ, সাহেব! আমি ভুল করিয়াছি। বাস্তবিকই তো আপনি একজন অনুপযুক্ত লোক।" তখন দেখিবেন তিনি উত্তেজিত হইয়া কেমন লাফাইতে আরম্ভ করেন।

আপনি যদি ইহার এরূপ ব্যাখ্যা করেন যে, সে ব্যক্তি অনুপযুক্ত হইলেও অপরে তাহাকে অনুপযুক্ত কেন বলিবে? ইহাতে তো স্বভাবতঃই মানুষ রাগান্বিত হইয়া উঠে। দেখুন, অন্ধ যদিও নিজেকে অন্ধ বলিয়া জানে, কিন্তু অপর কেহ তাহাকে অন্ধ বলিলে সে মনঃক্ষুণ্ন হইয়া পড়ে। কেননা, সে ব্যক্তি তিরস্কারস্বরূপ তাহাকে অন্ধ বলে। ঐ ব্যক্তিরও উত্তেজনা এবং লাফালাফি এই কারণে নহে যে, সে নিজেকে

www.BANGLAKITAB.com

উপযুক্ত বলিয়া মনে করে; বরং সে ব্যক্তি তাহাকে তিরস্কারের সহিত অনুপযুক্ত বলিয়াছে কারণেই সে ক্ষুব্ধ হইয়াছে।

আচ্ছা! আমি খুব দৃঢ়তা ও স্নেহের সহিত বলি, আফ্‌সুস! তুমি কোন কাজের উপযুক্ত নও। তুমি এখনও নিতান্ত বোকাই রহিয়া গেলে। (এই বাক্যটি খুব দৃঢ়তা সহকারে বলিয়াছিলেন, সুতরাং সমস্ত মজলিস লুটাইয়া পড়িল,) দেখি, ইহাতে আপনার মন অসন্তুষ্ট হয় কি না। ছাহেবান! সতিকারের নম্রতা ও বিনয় না আসা পর্যন্ত কেহ তিরস্কারের সুরেই বলুক কিংবা স্নেহ সুরেই বলুক অবশ্য মনঃক্ষুণ্ণতা আসিবেই। অতএব, মনে রাখিবেন, কৃত্রিমতা বেশী দিন চলিতে পারে না। এক দিন উহার খোলস খসিয়া পড়িবেই।

অতএব, মোকামাতে দৃঢ়তা ও স্থায়িত্ব অর্জন করিতে চেষ্টা কর। শুধু স্বাদ গ্রহণ করিয়াই ক্ষান্ত হইও না। পাতিলের উপর হইতে একটু স্বাদ গ্রহণ করিলে পেট ভরে না; বরং পূর্বের ক্ষুধা আরও তীব্র হইয়া উঠে এবং পেট খালি হইয়া যায়। এই পথে এই প্রকারের কুমন্ত্রণা এবং ধোকা অনেক আছে। অনেক সময় মোকামের একটু স্বাদ পাইলেই পূর্ণ সফলতার সন্দেহ হয়। এই কারণেই আরেফ শীরাযী বলেন:

در رہ عشق وسوسۂ اہرمن بسے ست + ہشدار وگوش را بہ پیام سروش دار

"এশ্‌কের বাতেনী পথে শয়তানের কুমন্ত্রণা এবং নানা জাতীয় বিপদ অনেক। উহা হইতে আত্মরক্ষা করিতে হইলে সাবধান থাক এবং শরীয়তের বিধান মানিয়া চল।" پیام سروش শব্দের অর্থ 'ওহী' এবং ওহী বলিতে কোরআন, হাদীস, ফেকাহ্‌ এবং তাসাওওফ সবই অন্তর্ভুক্ত আছে। কোরআন হাদীস তো সরাসরি ওহী; ইহা সকলেরই জ্ঞাত। আর ফেকাহ্‌ শাস্ত্রে যদিও 'কেয়াস' মধ্যস্থলে রহিয়াছে তথাপি কিন্তু ইহা প্রমাণিত হইয়াছে القياس مظهر لا مثبت "কেয়াস উদ্দেশ্যকে প্রকাশ করে নূতনরূপে কোন হুকুম প্রমাণ করে না।" আধ্যাত্মিক জ্ঞানী লোকেরা ফেকাহ্‌ এবং তাসাওওফে ওহীর রং দেখিতে পান এবং বলেন:

بہر رنگے کہ خواہی جامہ می پوش + من انداز قدت را می شناسم

"যে বর্ণের পোশাকই পরিধান কর না কেন, আমি তোমার দেহের অবয়ব দেখিয়া চিনিয়া লইব।"

॥ খোদাভীতির চিহ্ন ॥

খোদাভীতি সম্বন্ধে কোরআন হাদীস দ্বারাও জানিয়া লওয়া উচিত যে, শরীয়ত খোদাভীতি লাভের কি আলামত বর্ণনা করিয়াছে। শুনুন, রাসূলুল্লাহ্‌ (দঃ) বলিয়াছেন:

اسئلك من خشيتك ما تحول به بيني وبين معاصيك

www.BANGLAKITAB.com

"আমি আপনার নিকট এতটুকু ভয়ই প্রার্থনা করিতেছি যাহা আমার ও আপনার প্রতি নাফরমানীর মধ্যস্থলে প্রতিবন্ধক হয়। ইহাতে বুঝা যায়, সে ভয়ই কাম্য যাহা গুনাহ্‌র কাজ হইতে বাধা প্রদান করে। সুতরাং যে ব্যক্তি পাপ কার্য হইতে নিবৃত্ত হইতেছে না, বুঝিতে হইবে যে, কাম্য ও বাঞ্ছনীয় ভয়-ভীতি তাহার মধ্যে নাই। আর যখন ভয়ই নাই তখন তাহার নিকট এল্‌ম্ থাকারও এমন কোন দলিল নাই, যে দলিলের বলে সে এল্‌মের দাবী করিতে পারে অর্থাৎ বাঞ্ছনীয় এল্‌ম। যদিও কিতাবী এল্‌ম্ তাহার হাছিল আছে; কিন্তু শরীয়ত বিধানে যে এল্‌ম্ কাম্য তাহা এই কিতাবী এল্‌ম্ নহে; বরং বাঞ্ছনীয় এল্‌ম্ তাহাই যাহা হৃদয়ে স্থান করিয়া লয় এবং যে এল্‌মের জন্য খোদাভীতি অনিবার্য।

অবশ্য এই আয়াতটি হইতে প্রথম দৃষ্টিতে এই অর্থ বুঝা যায় না; বরং ইহার বিপরীত অর্থই বুঝা যায়। অর্থাৎ খোদাভীতির জন্য এল্‌ম্ অপরিহার্য। কেননা, এল্‌মের উপরই খোদাভীতি নির্ভর করে। আর নির্ভরশীল বস্তুর অস্তিত্বের জন্য নির্ভরকৃত বস্তুর অস্তিত্ব অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং এই আয়াতটি দ্বারা এল্‌মের জন্য খাশ্‌ইয়াৎ জরূরী হওয়া প্রমাণিত হয় না। কিন্তু ওয়ায শেষ করার কাছাকাছি যাইয়া এক সূক্ষ্ম তত্ত্ব বিশ্লেষণের সাহায্যে আমি দেখাইয়া দিব যে, এই আয়াতটি দ্বারাই এবং এই সূক্ষ্ম তত্ত্ব ছাড়াও অন্যান্য দলিলের সাহায্যে প্রমাণিত হইবে যে, খোদাভীতি যদি গুনাহ্‌গার ও গুনাহ্‌র কাজের মধ্যে আবরণ বা বাধা প্রদানকারী না হয়, তবে বুঝিতে হইবে কাম্য এল্‌মও তাহার হাছেল নাই। যেমন হাদীসে আছে, لَا يَزْنِي الزَّانِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ "কোন যেনাকার যেনা করে না যে অবস্থায় সে মু'মেন," একথার প্রমাণ। এইরূপে 'যেনা' নির্ভীকতার প্রমাণ এবং যেনার সময় ঈমান থাকে না, বলা হইয়াছে। আর ঈমান অর্থাৎ বিশ্বাস এক অর্থে এল্‌ম। অতএব, যখন ভয় না থাকার অবস্থায় ঈমান থাকে না বলা হইয়াছে; সুতরাং এল্‌মের অস্তিত্বের জন্য খোদাভীতি অপরিহার্য বলিয়া প্রমাণিত হইল। অতএব, খোদাভীতি ও এল্‌মের পরস্পর অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক এক দিক হইতে কোরআন দ্বারা এবং অপরদিক হইতে হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হইল। এইরূপে উভয় দিক হইতে উভয় বস্তুর পরস্পর অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক সাব্যস্ত হইয়া গেল। তবে এতদুভয়ের একটির অস্তিত্বের অভাবে অপরটির অস্তিত্বও লোপ পাওয়ার যে হুকুম দেওয়া হয়, তাহা উহার মূল বস্তুর লোপ পাওয়া নহে; বরং এই লোপ পাওয়ার অর্থ এই যে, একটির অভাবে অপরটির পূর্ণতা থাকিবে না। ত্রুটিপূর্ণ ও খর্ব হইয়া পড়িবে এবং বাঞ্ছনীয় কাম্য স্তর পর্যন্ত থাকিবে না। আর উহার কোন কোন ফল বা ক্রিয়ারও প্রকাশ হইবে না। যেমন, এই হাদীসের উদ্দেশ্য এই যে—

www.BANGLAKITAB.com

لَا يَزْنِيْ وَفِيْهِ اَثَرُ الْاِيْمَانِ الْمَطْلُوْبِ

ইহার অর্থ হইল, "মুমেন ব্যক্তির মধ্যে যে পর্যন্ত ঈমানের বাঞ্ছনীয় ফল ও ক্রিয়া বিদ্যমান থাকিবে সে পর্যন্ত সে যেনা করিতে পারে না এবং যখন সে যেনা করিবে তদবস্থায় তাহার মধ্যে ঈমানের সেই কাম্য ফল থাকিবে না যদিও মুল ঈমান বাকী থাকে।" অতএব, এখানে মূল ঈমান লোপ পাওয়া অর্থ নহে ; বরং ঈমানের বাঞ্ছনীয় ফল বিদ্যমান না থাকা উদ্দেশ্য। কিংবা অন্য কথায় বলা যায়, যাহার মধ্যে খোদাভীতি না থাকিবে তাহা হইতে এল্‌ম সর্বোতভাবে লোপ পায় না ; বরং এল্‌মের ফল বা ক্রিয়া লোপ পায়। বস্তুতঃ শরীয়তের কাম্য সেই এল্‌মই যাহা স্বীয় ফল ও ক্রিয়াসহ হয়। (যেমন, তলোয়ার বলিতে সেই তলোয়ারই উদ্দেশ্য যাহাতে কাটিবার গুণ থাকে। এই গুণ না থাকিলে তাহা নামে মাত্র তলোয়ার হইবে।) অতএব, এই বাঞ্ছনীয় ফলের অভাব ঘটিলে সেখানে 'বাঞ্ছনীয় এল্‌ম নাই' বলা শুদ্ধ হইবে। খুব অনুধাবন করুন।

এই মর্মেই কবি বলেন :

علم چه بود آنکه ره بنما یدت + زنگ گمراهی ز دل بزدایدت

অর্থাৎ, উহাই বাঞ্ছনীয় এলম যাহা তোমাকে খোদার রাস্তা প্রদর্শন করে এবং অন্তর হইতে গোম্‌রাহীর মরিচা দুর করিয়া দেয়। কবি আরও বলেন :

این هوسها از سرت بیرون کند + خوف وخشیت در دلت افزون کند

অর্থাৎ, "তোমার মস্তিষ্ক হইতে লোভ-লালসা ও কু-প্রবৃত্তি বাহির করিয়া ফেলিয়া তোমার অন্তরে আল্লাহ্ তা'আলার ভয় বাড়াইয়া দেয়।"

تو ندانی جزیجوز ولا یجوز + خود ندانی که حوری یا عجوز *

"এলম হাছিল করিয়া, এই বস্তু জায়েয এবং এই বস্তু জায়েয নহে ছাড়া আর কিছুরই তোমার খবর নাই। তুমি ইহাও জান না যে, তুমি নিজে গ্রহণযোগ্যা হুর, না প্রত্যাখ্যানযোগ্যা বৃদ্ধা।" তোমার এলমের যখন এই অবস্থা যে, তুমি জায়েয না জায়েয ছাড়া আর কিছুই জান না এবং উহার কোন ফলাফল তোমার অন্তরে নাই। অতএব, তোমার এই অবস্থার উপরই বিনা দ্বিধায় নিম্নোক্ত বয়েতটির মর্ম প্রয়োগ করা যায় :

اَيُّهَا الْقَوْمُ الَّذِىْ فِى الْمَدْرَسَةْ + كُلُّ مَا حَصَّلْتُمُوْهُ وَسْوَسَةْ

"ছাহেবান। তোমরা মাদ্রাসায় লফ্‌যী বা কিতাবী এলম যাহা হাছিল করিয়াছ তাহা সম্পূর্ণই ধোকা।"

علم نبود غیر علم عاشقی + ما بقی تلبیس ابلیس شقی *

"আশেকী এলম ছাড়া আর যত এলমই আছে সবকিছুই বদবখ্‌ত্ ইব্‌লিসের ধোকা।" সঙ্গে সঙ্গে আবার এলমে আশেকীর উদ্দেশ্য কি তাহাও বলিয়া দিয়াছেন :

www.BANGLAKITAB.com

علم دین فقه ست و تفسیر و حدیث + هر که خواند غیر ازین گردد خبیث

"ফেকাহ্, তাফসীর এবং হাদীসই এল্‌মে দ্বীন।" উদ্দেশ্যযুক্ত ভাবে যে কেহ এতদ্ভিন্ন অন্য কোন বিদ্যা অর্জন করে তাহা অপবিত্র।

॥ এল্‌ম ও এশ্‌ক্ ॥

এল্‌ম্-ই আশেকীর উদ্দেশ্য বলিতে যাইয়া এল্‌মে দ্বীনের ব্যাখ্যা করিয়া দিলাম যেন আপনারা বুঝিতে পারেন যে, এল্‌মে আশেকী বলিতে এল্‌মে-দ্বীনই উদ্দেশ্য।

কেননা, ঈমানই 'এশ্‌ক্; : وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ "আর যাহারা ঈমান আনয়ন করিয়াছে তাহারাই আল্লাহ্ তা'আলাকে অধিক ভালবাসে।" আর ঈমান যখন এশ্‌ক্ হইল সুতরাং ঈমান সম্বন্ধীয় এল্‌ম্‌ই এল্‌মে আশেকী। ইহা আমি এই জন্য বলিলাম যে, এল্‌মে আশেকী বলিতে কেহ যেন মানুষের এশ্‌ক মনে না করেন। যদি তাহা গণ্ডীর ভিতরে থাকে, তবে নিন্দনীয় নহে। যাহা দুইটি শর্তের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এক শর্ত, অনিচ্ছা সত্ত্বে আপনা-আপনি হওয়া। দ্বিতীয় শর্ত, পবিত্রতা ও সাধুতা রক্ষা করা। এই দুই শর্তাধীন মানুষের এশ্‌ক নিন্দনীয় নহে; বরং এক স্তরে তাহা হিতকর বটে। ইহাতে মুরশিদের তা'লীম গ্রহণ আবশ্যক। কিন্তু এস্থলে মানুষের এশ্‌ক্ উদ্দেশ্য নহে। কেননা, এই 'এশ্‌কে মাখ্‌লূক' শরীয়তের কাম্য ও বাঞ্ছনীয় নহে। আর এখানে বাঞ্ছনীয় এশ্‌কের কথা হইতেছে। সাধারণ এশ্‌ক সম্বন্ধে একটি হাদীসেও উল্লেখ আছে :

مَنْ عَشِقَ فَكَتَمَ وَعَفَّ فَمَاتَ فَهُوَ شَهِيْدٌ

"যে ব্যক্তি এশ্‌কে পতিত হইয়াছে এবং উহাকে গোপন রাখিয়াছে ও পবিত্র রহিয়াছে, অতঃপর মরিয়া গিয়াছে সে ব্যক্তি শহীদ।" কিন্তু মুহাদ্দেসীনে কেরাম এই হাদীস সম্বন্ধে সমালোচনা করিয়াছেন। কেহ কেহ ইহাকে 'বানান হাদীস'ও বলিয়াছেন। কিন্তু "ছাহেবে মাকাসেদের" মতে 'বানান' নহে। আর যাঁহারা মাওযু' বলেন, তাঁহারা এই প্রমাণ আনয়ন করেন যে, "কোরআন ও হাদীসে কোথাও এশক্ শব্দের উল্লেখ নাই। এই কারণটি ঠিক নহে। কেননা, যেব্যক্তি উপরোক্ত বাক্যটি হাদীস বলিতেছে সে ব্যক্তি কোথায় স্বীকার করিতেছে যে, হাদীসের কিতাবে এই বাক্যটি উল্লেখ নাই?

দ্বিতীয়তঃ, ইহাও সম্ভব যে, উপরোক্ত বাক্যটি আসল হাদীসের অর্থ স্বরূপ রেওয়ায়ত করা হইয়াছে। হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কালামে হয়ত এশ্‌ক শব্দ নাই, রেওয়ায়তকারী অর্থ ঐরূপ বুঝিয়া অর্থই রেওয়ায়ত করিয়া দিয়াছেন। বস্তুতঃ হাদীসের অর্থগত রেওয়ায়ত করা জায়েয। তবে সনদ সম্বন্ধে

www.BANGLAKITAB.com

সন্দেহ থাকিলে অন্য কথা, কিংবা এমনও হইতে পারে যে, ব্যক্তি বিশেষের রুচি ইহাকে 'মাউযু' বলিয়া মনে করে, যদিও তাহার রুচি অপরের উপর দলিল হইতে পারে না। কিন্তু আমি এখন এসম্বন্ধে ঝগড়া করিব না, কেননা, রুচি এবং ব্যক্তিগত বিবেচনা ঝগড়ার বিষয় নহে। পরন্তু কায়দা অনুসারে এই বাক্যটির বিষয়বস্তু ভিত্তিহীন মনে হয় না। কেননা, উহাতে যেই এশ্‌কের কথা উল্লেখ আছে তাহা ইচ্ছাকৃত এশ্‌ক নহে যাহা নিজ হইতে ইচ্ছা করিয়া নিজের মাথায় চাপান হইয়াছে। যেমন সা'দী (র:) বলেন।

سوم باب عشق ست و مستی و شور — نه عشقے که بند ند بر خود بزور

"তৃতীয় এশ্‌ক, মত্ততা ও চেঁচামেচির অধ্যায়, ইহা সেই এশ্‌ক নহে যাহা জবরদস্তী ইচ্ছাপূর্বক নিজের উপর চাপান হয়।" বরং এখানে অনিচ্ছাকৃত আপনা-আপনি উৎপন্ন এশ্‌কের বর্ণনাই উদ্দেশ্য। যাহা উৎপন্নও আপনা-আপনিই হইয়াছে এবং উহার স্থায়িত্বের জন্যও ইচ্ছাকৃত চেষ্টা করা হয় নাই। তৎসঙ্গে পবিত্রতাও বজায় রহিয়াছে। অর্থাৎ, ইচ্ছাপূর্বক মা'শুককে দেখে নাই। ইচ্ছাপূর্বক বসিয়া বসিয়া তাহার ধ্যানও করে নাই এবং ইচ্ছাপূর্বক তাহার কাছে যাতায়াতও করে নাই। কেননা, উক্ত বাক্যে فَعَفَّ (পবিত্রতা অবলম্বন করিয়াছে) শব্দ পরিষ্কার উল্লেখ রহিয়াছে এবং এসমস্ত ইচ্ছাপূর্বক দেখা, বসিয়া বসিয়া মা'শুকের ধ্যান করা এবং ইচ্ছাপূর্বক যাতায়াত করা পবিত্রতা বিরোধী। এখন শুধু অন্তরের এশ্‌কের সূর বাকী রহিল। বলা বাহুল্য, ইহা এমন একটি রোগ যাহাকে যক্ষ্মা, জ্বর প্রভৃতির সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। এসমস্ত রোগ সম্বন্ধে হাদীস শরীফে শহীদ হওয়ার প্রতিশ্রুতি উল্লেখ রহিয়াছে। রদ্দুল মুহ্‌তার কিতাবে আল্লামা শামী সয়ুতী হইতে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। অতএব, অন্যান্য রোগের ন্যায় এশ্‌কের জন্যও যদি শহীদ হওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়া থাকে, তবে বিচিত্র কি? কেননা, এশ্‌কের যন্ত্রণা যক্ষ্মা প্রভৃতির যন্ত্রণা অপেক্ষা বাস্তবিকই অনেক বেশী। ইহাতে যদি পবিত্রতা ও গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়, তবে বাস্তবিকই ইহা বড় সাহসিকতা ও জাওয়াঁমরদীর কাজ। ইহাতে তলোয়ারের আঘাতের চেয়ে অনেক বেশী আঘাত খাইতে হয়। ইহা হইল মানুষের সহিত এশ্‌কের কথা।

॥ কাম্য এল্‌ম ॥

কিন্তু সকল অবস্থায় এল্‌মে আশেকী বলিতে মানুষের প্রতি এশ্‌ক সম্বন্ধীয় এল্‌ম উদ্দেশ্য হইবে না। কেননা, এই এশ্‌কের কোন খাছ এল্‌ম নাই। যাহা হাছিল করা যাইতে পারে। কেননা, ইহা অনিচ্ছাকৃত এশ্‌ক, স্বেচ্ছায় কখনও উহা হাছিল করা যাইতে পারে না। আর স্বেচ্ছায় হাছিল করিতে পারিলে তাহা তো

www.BANGLAKITAB.com

নিন্দনীয়ই বটে। অবশ্য আলোচ্য হাদীসে এশ্‌কে এলাহী সম্বন্ধীয় এল্‌মই উদ্দেশ্য যাহা হাদীস, কোরআন এবং ফেকাহ শাস্ত্রে বিদ্যমান। ইহা ছাড়া অন্যান্য এলম সম্বন্ধে বলা হয়, مَا بَقِيَ تَلْبِيْسُ اِبْلِيْسَ شَقِيَ "অর্থাৎ, আর অবশিষ্ট সমস্তই বদবখ্‌ত্‌ শয়তানের ধোকা।"

অবশিষ্টের মধ্যে আর কি রহিয়াছে? হয়ত আপনি বলিবেন, এই তর্ক-শাস্ত্র বিজ্ঞান শাস্ত্র ইত্যাদি। না, বন্ধু! যদি অধীন শাস্ত্রগুলাকে অধীনের স্তরেই রাখা যায়, তবে ইহারা যে শাস্ত্রের সেবা করিয়া থাকে ইহারা সেগুলির মতই গণ্য হয়।

اَلتَّابِعُ فِيْ حُكْمِ الْمَتْبُوْعِ

"সেবাকারী সেবিতের হুকুমই প্রাপ্ত হয়।" এই নিয়মানুযায়ী তর্ক, বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি যন্ত্রবিদ্যাও এলমে দ্বীনেরই অন্তর্ভুক্ত। যেমন, বাদশাহের খাদেম, গোলাম প্রভৃতি পাত্র-মিত্র তাঁহার সঙ্গে হইলে তাহারাও বাদশাহর মতই গণ্য হয়। লোকে বাদশাহের যেমন খাতির করে বাদশাহের সহিত সম্পর্কিত বলিয়া খাদেম গোলামেরও তদ্রূপই খাতির করিয়া থাকে। কিন্তু শর্ত রহিল এই যে, খাদেম বাদশাহের ফরমানবরদার খাদেম হইতে হইবে। অবাধ্য বা বিদ্রোহী খাদেম হইলে তদ্রূপ খাতিরের যোগ্য হইবে না!

অতএব, তর্ক-বিজ্ঞান শাস্ত্র দ্বারা যদি দ্বীনী মাস্‌আলা প্রমাণ করা এবং শরীয়তকে বুঝার কাজ লওয়া হয়, তবে এগুলিও এল্‌মে দ্বীন। আর যদি উহার সাহায্যে শরীয়তকে বাতিল করার কাজ লওয়া হয়, তবে উহা নাফরমান ও বিদ্রোহী এবং ইব্‌লীসের ধোকার অন্তর্ভুক্ত।

আরও দেখুন; যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে যে, এই খাদ্য প্রস্তুত করিতে কত ব্যয় হইয়াছে? তবে যেখানে আটা, ঘি এবং ডাল প্রভৃতি খাদ্য-দ্রব্যের মূল্য হিসাব করা হয়, সেখানে হিসাবের মধ্যে ঘুঁটে এবং খড়ির মূল্যও ধরা হয়। অর্থাৎ চারি আনার খড়ি এবং দুই আনার ঘুঁটেও হিসাব করা হয়। তবে কি কেহ প্রশ্ন করিতে পারে যে, "ঘুঁটে এবং খড়িও কি খাওয়ার জিনিস? ইহা হিসাবে ধরিতেছেন কেন? কখনও এরূপ প্রশ্ন করা হয় না। যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেও তখন জ্ঞানী লোক উত্তর দেন যে, ঘুঁটে ও খড়ি খাওয়া যায় না বটে, কিন্তু খাওয়ার খেদমত করিয়া থাকে।

তর্ক ও বিজ্ঞান শাস্ত্রকেও এইরূপই মনে করুন। যদি এগুলিকে দ্বীনের কাজে লাগান হয়, তবে খাদ্য প্রস্তুতে লাকড়ী খড়ির যেই স্থান ধর্মীয় ব্যাপারে তর্ক বিজ্ঞানের সেই স্থান। অর্থাৎ এগুলিকেও ধর্মের সঙ্গেই হিসাব করা হইবে, যেমন খড়িকে খাদ্যের সঙ্গে হিসাব করা হয়। আর যদি উহাদিগকে ধর্মের কাজে লাগান না হয়;

www.BANGLAKITAB.com

বরং উহাদিগকেই উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করা হয়, তবে উহার দৃষ্টান্ত এইরূপ হইবে যেমন কেহ ঘুঁটেই খাইতে আরম্ভ করিয়া দেয়। যাহা হউক, আমি বলিতেছিলাম কাম্য বিদ্যা তাহাই যাহা হাছিল করিলে অন্তরে বাঞ্ছিত ক্রিয়া ও ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে। কবি এই মর্মেই বলিয়াছেন :

علم چوں بر دل زنی یارے شود + علم چوں بر تن زنی مارے شود

"এলম যদি অন্তরের মধ্যে ক্রিয়া করে, তবে সাহায্যকারী বন্ধু হয়। আর যদি এলম দেহের উপর ক্রিয়া করে, তবে ধ্বংসকারী সাপে পরিণত হয়।"

।। গর্ব এবং ফযীলত ।।

অতএব, বলুন আমরা যে, এলমের গর্ব বোধ করিতেছি এবং অন্তর আমাদের খোদাভীতি হইতে শূন্য; এমতাবস্থায় আমাদের এই গর্ব ঠিক না বেঠিক? সঙ্গত না অসঙ্গত? বলি, বন্ধু, প্রথমে অন্তরে খোদাভীতি উৎপন্ন করিয়া লও। হয়ত আপনি বলিবেন, তবে কি খোদাভীতি উৎপন্ন করিবার পরে আমরা এলমের জন্য গর্ব করিতে পারিব? ইহার জওয়াবও এই যে, প্রথমে খোদাভীতি উৎপন্ন করুন, তারপর দেখুন, আপনার খোদাভীতি আপনাকে গর্ব করিবার অনুমতি দেয় কি না? তখন খোদাভীতিই আপনার অহংকার এবং গর্বকে মুছিয়া ফেলিবে। এখন হয়ত আপনি বলিবেন, "ইহা তো এক বিচিত্র চক্র! খোদাভীতি অর্জনের পূর্বে এলমের জন্য এই কারণে গর্ব করিতে পারিলাম না যে, এখনও কাম্য এলম হাছিল হয় নাই। আবার খোদাভীতি অর্জনের পর এই কারণে গর্ব বোধ করিতে পারিলাম না যে, খোদাভীতি গর্ব করার স্পৃহাকেই মিটাইয়া দিয়াছে। এখন অর্থ এই দাঁড়ায় যে, এলম গর্ব করার বস্তুই নহে।

না বন্ধু! খোদাভীতি হাছিল হওয়ার পর এলম বড়ই গর্বের বস্তু, কিন্তু স্বয়ং এলমের অধিকারীর জন্য নহে; বরং অন্যান্য লোকের জন্য। অর্থাৎ তখন আপনি গর্ব করিবেন না; বরং আমরা আপনার জন্য গর্ব করিব যে, দেখ, আমাদের মাদ্রাসাগুলিতে এমন আলেম প্রস্তুত হয়। তখন আমরা আপনার জন্য গর্ববোধ করিব। বন্ধু! তখন আমরা আপনার জন্য কি আর গর্ব করিব? মহা মহা মানবগণ অর্থাৎ আম্বিয়ায়ে কেরাম আলইহিমুস্‌সালাম আপনাদের জন্য গর্ব বোধ করিবেন। যেমন হাদীসে বর্ণিত আছে :

تناكحوا تناسلوا فانى اباهى بكم الامم -

অর্থাৎ, "বিবাহ কর, বাচ্চা পয়দা কর। কিয়ামতের দিন তোমাদের সংখ্যাধিক্য বিষয়ে অন্যান্য উম্মতদের উপর আমি ফখর করিব।" স্বয়ং হুযুর (দঃ) আপনাদের জন্য ফখর করিবেন যে, এমন এমন লোক আমার উম্মত। ইহা কি ছোট কথা? এখন

www.BANGLAKITAB.com

আপনারাই বলুন, আপনারা নিজেরা নিজের জন্য গর্ব বোধ করেন তাহাই ভাল ? না আম্বিয়া আলাইহিমুস্‌সালাম আপনাদের জন্য গর্ব করিবেন তাহাই ভাল ? নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি শেষোক্ত অবস্থাই সর্বোচ্চ। অতএব, এখন তো আর এরূপ সন্দেহের অবকাশ রহিল না যে, এল্‌ম গৌরবের বস্তুই নহে। এই বর্ণনায় সেই প্রশ্নেরও জবাব হইয়া গেল যাহা মাওলানা রূমীর এই বয়েতের উপর করা হইয়াছিল যে, মাওলানা রূমী হযরত আলীকে নবীদের গৌরব কেমন করিয়া বলিলেন :

او خدو انداخت بر روے علی + افتخار هر نبی و هر ولی

"যে ব্যক্তি হযরত আলীর (রাঃ) চেহারা মোবারকের উপর থুথু নিক্ষেপ করিল, যিনি প্রত্যেক নবী ও ওলীর গৌরব।" এই প্রশ্নের উত্তর এই যে, ইহার অর্থ উহাই যাহা اُبَاهِیْ بِکُمُ الْاُمَمَ "আমি তোমাদের লইয়া অন্যান্য উম্মতদের উপর গর্ব করিব।" অর্থাৎ, হযরত আম্বিয়ায়ে কেরাম হযরত আলীর জন্য গর্ব বোধ করিবেন। ইহাতে হযরত আলী আম্বিয়ায়ে কেরাম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বা তাঁহার ফযীলত অধিক বলিয়া প্রমাণিত হয় না। কেননা, ফখর দুই প্রকারের হইয়া থাকে। এক প্রকারের ফখর যাহা বড়রা ছোটদের উপর করিয়া থাকেন অর্থাৎ, তাঁহারা এইভাবিয়া গর্বিত হন যে, আমার শিষ্য সেবক কিম্বা আমার ফয়েয প্রাপ্ত লোকদের মধ্যে এমন এমন লোক রহিয়াছে। আর এক প্রকারের ফখর ছোটরা বড়দের উপর করিয়া থাকে। অর্থাৎ, তাহারা এই ভাবিয়া গর্ব বোধ করে যে, আমি অমুকের শিষ্য বা ছাত্র। সুতরাং হযরত আলীকে লইয়া ওলীদের ফখর করা বড়দের লইয়া ছোটদের ফখর করা। আর আম্বিয়ায়ে কেরাম হযরত আলীর জন্য ফখর করার অর্থ ছোটদের লইয়া বড়দের ফখর করা।

ফলকথা, খোদাভীতি অর্জনের পর আমাদের ওস্তাদ ছাহেবান আমাদের জন্য গর্ব বোধ করিবেন। খোদাভীতি অর্জনের পরেও কিন্তু আমরা নিজেরা নিজের জন্য গর্বিত হওয়ার অধিকারপ্রাপ্ত হইব না। কাজেই অর্জনের পূর্বে তো কিছুই না। কেননা, খোদাভীতি হীন এল্‌ম তো এল্‌মই নহে। ইহাতে গর্বের সম্ভাবনাই তো নাই। তুমি নিজেও না। তোমাকে লইয়া অপরেও না। বন্ধুগণ! এল্‌মকে আম্বিয়ায়ে কেরামের 'মীরাস' বলা হইয়া থাকে। তবে এখন দেখিয়া লউন আম্বিয়ায়ে কেরামের মীরাস কোন্ প্রকারের এল্‌ম - میراث پدر خواهی علم پدر آموز "বাপের মীরাস চাহিলে বাপের এল্‌ম শিক্ষা কর।" আম্বিয়ায়ে কেরামের এল্‌মও কি (نعوذ باللہ) এরূপই ছিল যে, কেবল মাস্‌আলা এবং পরিভাষা মুখস্থ করিয়াছিলেন, খোদাভীতির নামও নাই। কখনই না; বরং তাঁহাদের অবস্থা এই ছিল যে, যতই এল্‌ম বৃদ্ধি পাইত ততই খোদার ভয় বৃদ্ধি পাইত। হাদীসে বর্ণিত আছে : اَعْلَمُکُمْ بِاللّٰہِ اَخْشَاکُمْ لِلّٰہِ "আমি তোমাদের চেয়ে সর্বাপেক্ষা অধিক আল্লাহ্‌কে জানি এবং সর্বাপেক্ষা অধিক তাঁহাকে ভয় করি।"

www.BANGLAKITAB.com

অতএব, বুঝিতে পারিলেন যে, শুধু জানার জন্য এল্‌ম কাম্য নহে ; বরং খোদাভীতির উদ্দেশ্যে এল্‌ম কাম্য ও বাঞ্ছনীয়।

॥ কাম্য খোদাভীতি ॥

কিন্তু এখন আমাদের অবস্থা এইরূপ যে, এল্‌ম হাছিল করিয়াই পড়াইতে বসিয়া যাই এবং ইহাকে চরম উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করি, খোদাভীতি অর্জনের প্রতি মোটেই গুরুত্ব প্রদান করি না। অথচ যাহা উদ্দেশ্য নহে, উহাকে উদ্দেশ্য বানাইয়া লওয়া মাকরূহ্। ফেকাহ্ শাস্ত্রের আলেমগণ এই রহস্যটি উত্তমরূপে বুঝিতে পারিয়াছেন। যেমন, তাঁহারা বলিয়াছেন, একবার ওযু করিয়া তদ্দ্বারা কোন এবাদৎ না করিয়া পুনরায় ওযু করা মাকরূহ্। বাহ্যিক দৃষ্টিতে অবশ্য এরূপ সন্দেহ হয় যে, একটি এবাদত রোধ করা হইল। কিন্তু তাঁহারা এই উম্মতে মোহাম্মদীর (দঃ) হাকীম ছিলেন। বাস্তবিকই তাঁহারা খুব বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, লোকটি একটি উদ্দেশ্যবিহীন কাজকে যখন উদ্দেশ্যযুক্ত এবাদতের পূর্বে বার বার করিয়াছে, তখন সে যে কাজ উদ্দেশ্য নহে তাহাকে উদ্দেশ্য বানাইয়া লইয়াছে, আর ইহাই সীমালঙ্ঘন। এইরূপে শুধু পড়া এবং পড়ানকে মূল উদ্দেশ্য মনে করিয়া লওয়া সীমালঙ্ঘনের শামিল।

কেহ কেহ বলিয়া থাকে, আমরা খোদাভীতি অর্জনের ফুরসৎ পাই না। ইহা তো ঠিক সেইরূপ উত্তরই হইল যেমন কোন এক ব্যক্তি নাপিতকে চিঠি দিয়া বলিল: 'অতি সত্বর ইহা অমুকের নিকট পৌঁছাইয়া দাও।' সে অতি দ্রুত দৌড়াইয়া গিয়া চিঠি খানি সে ব্যক্তির হাতে পৌঁছাইল। প্রাপক খুলিয়া দেখিলেন, লেফাফার ভিতরে কিছু সাদা কাগজ। জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহাতে তো কিছুই লেখা নাই, শুধু সাদা কাগজ। নাপিত বলিল : "হুযূর! সাহেব লিখিবার ফুরসৎ পান নাই। তাড়াতাড়ি এমনি পাঠাইয়া দিয়াছেন।" তিনি বলিলেন : "তবে মৌখিক কিছু বলিয়া দিয়াছেন কি?" সে বলিল : "হুযূর! আমি তো প্রথমেই নিবেদন করিয়াছি যে, খুব তাড়াতাড়ি ছিল। কাজেই মুখেও কিছু বলিয়া দিতে পারেন নাই। খুবই তাড়াতাড়ি ছিল। এতটুকু ফুরসৎও ছিল না যে, মুখে কিছু বলিয়া দিতেন।" তিনি বলিলেন : 'তবে বোকা লোকটির বাহক পাঠাইবারই বা কি প্রয়োজন ছিল?'

আপনার কথার উত্তরও ঠিক এইরূপই হইবে যে, 'খোদাভীতি অর্জন করিবার ফুরসৎ পাইতেছেন না, তবে উদ্দেশ্যবিহীন কাজের জন্য ফুরসৎ করিয়া কি ফল পাইলেন? আবার কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, কিতাব পড়িয়া লইলেই খোদাভীতি আপনা-আপনি আসিয়া পড়ে, স্বতন্ত্রভাবে উহা অর্জন করিবার প্রয়োজন হয় না। আমি বলি, শুধু কিতাব পড়িলে যে ভয় হাছিল হয় উহার অবস্থা এইরূপ, যেমন এক চুড়ি বিক্রেতা চুড়ির গাঠুরি মাথায় করিয়া হাটিয়া যাইতেছিল। পথিমধ্যে জনৈক গ্রাম্য লোকের

www.BANGLAKITAB.com

সাক্ষাৎ হইল। সে উক্ত গাঠুরিতে লাঠির খোঁচা মারিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ইহাতে কি? (গ্রাম্য বর্বরদের অভ্যাসই এইরূপ লাঠির ইশারায় কথা বলা।) চুড়ি বিক্রেতা উত্তর করিল, ইহাতে এমন বস্তু রহিয়াছে যে, আর একটি খোঁচা ইহাতে মারিলে ইহা কিছুই নহে।

কিতাব পড়িয়া যে খোদাভীতি লাভ হয়, উহার অবস্থাও ঠিক তদ্রূপ। শয়তানের সামান্য আঘাতে উহা ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া যায় এবং দ্বিতীয় খোঁচায় উহার অস্তিত্বই লোপ পায়। আর প্রকৃত কাম্য খোদাভীতি উহাই যাহা গুনাহ্‌র প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়ায়, শয়তানের হাজার আঘাতেও ভাঙ্গে না। এখন তো আপনারা বুঝিতে পারিয়াছেন যে, এল্‌ম হাছিল করার পরে স্বতন্ত্ররূপে খোদাভীতি অর্জন করিবার প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে—যেন উহা দৃঢ় ও মজবুত হইয়া যায়। কিন্তু আজকাল আলেমগণ সেই খোদাভীতির মূলই উচ্ছেদ করিতেছেন। খান্‌কাহ্‌ওয়ালা পীর ছাহেবদের উপর প্রশ্ন করেন, তাঁহাদিগকে নিকৃষ্ট এবং অকর্মন্য বলিয়া মন্তব্য করেন। আরও বলেন, এখন খান্‌কায় বসিয়া থাকার সময় নহে। এ সমস্ত খান্‌কাহ্‌ এখন বন্ধ করিয়া দিন। সোবহানাল্লাহ্‌! যে সমস্ত বিদ্যালয় প্রকৃত উদ্দেশ্যের তা'লীম দেওয়ার জন্য বানান হইয়াছে তাহা অকেজো। আর যে সমস্ত বিদ্যালয় উদ্দেশ্যবিহীন তা'লীমের জন্য তাহা খুব কাজের।

আমার বর্ণনার সারমর্ম এই যে, যাহাকে তোমরা মূল উদ্দেশ্য মনে করিতেছ অর্থাৎ, পড়া ও পড়ান। তাহা প্রকৃতপক্ষে মূল উদ্দেশ্য নহে। শুধু মূল উদ্দেশ্য লাভ করার পন্থা। কিন্তু মূল উদ্দেশ্য অন্য বস্তু। অর্থাৎ, এমন এল্‌ম শিক্ষা করা যাহাতে খোদার ভয় মনে উৎপন্ন হয়।

॥ সাধারণ লোকের তা'লীম ॥

এখন আমি একটু নীচে নামিয়া বলিতেছি, আচ্ছা, তুমি যে শিক্ষাকে মূল উদ্দেশ্য মনে করিতেছ। বল ত, তাহার হক্‌ই কি আদায় করিতেছ? আমি জিজ্ঞাসা করি, তা'লীম কাহার উদ্দেশ্যে? তুমি বলিবে তালেবে এল্‌মদের। আমি বলিব, তুমি এই উদ্দেশ্যও পূর্ণ কর নাই। কেননা, তালেবে-এলম দুই শ্রেণীর আছে খাছ্‌ এবং সাধারণ। তোমরা শুধু খাছ্‌ তালেবে এল্‌মদের তা'লীম দিতেছ। সাধারণ লোকেরা কি দোষ করিয়াছে? তাহাদিগকে কেন পড়াও না? তুমি হয়ত বলিবে, জানাব! সাধারণ লোক মীযান মুন্‌শাএব্‌ তুল্য আরবী ব্যাকরণ কেমন করিয়া পড়িবে? তাহারা তো "আলিফ বে"-ও জানে না। আমি বলিব, সাধারণ লোকের মীযান অন্যরূপ। সাধারণ লোককে তাহাদের 'মীযান' পড়াও, অর্থাৎ তাহাদিগকে কলেমা শিক্ষা দাও। পবিত্রতা অপবিত্রতার নিয়ম তালীম দাও, নামায শিখাও এবং প্রয়োজনীয় মাস্‌আলা মাসায়েল শুনাও। তাহাদের মধ্যে যাহারা উর্দু লেখা পড়া জানে

www.BANGLAKITAB.com

তাহাদিগকে দ্বীনীয়াত সম্বন্ধীয় ছোট ছোট কিতাব পড়াও। কিন্তু উর্দু ভাষায়ই পড়াইবে, বিলাতী ভাষায় বর্ণনা করিও না। কেননা, কোন কোন মৌলবীর উর্দুর মধ্যেও আরবী শব্দ ঢুকাইবার রোগ আছে।

লক্ষ্ণৌ শহরের একজন বুযুর্গ জমিদারের নিকট কয়েকজন গ্রামবাসী আসিল। মৌলবী ছাহেব তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন :

امسال تمہارے کشت زار گندم پر تقاطر امطار ہوا یا نہیں

"অর্থাৎ, এ বৎসর তোমাদের গম কৃষির উপর অনবরত বৃষ্টি বর্ষিয়াছে কি না ?" গ্রামবাসীরা বড় চতুর হইয়া থাকে। মৌলবী ছাহেবের এই কথা শুনিয়া একজন অন্য জনের মুখের দিকে তাকাইয়া বলিল, ভাই, মৌলবী ছাহেব এখন কোরআন শরীফ পড়িতেছেন। এখন চল যাই, যখন মানুষের ন্যায় কথা বলিবেন তখন আবার আসিব।

এইরূপ মৌলবী ফখরুল হাসান গঙ্গুহী বর্ণনা করিতেন—দিল্লীর একজন মান্তেক হেকমতের মুদাররেসকে লোকে ওয়ায করার জন্য অনুরোধ করিল। তিনি ওয়ায করিতে বসিয়া বলিতে লাগিলেন : 'আমাদের উপর আল্লাহ্ তাআলার বড়ই মেহেরবানী যে, তিনি আমাদিগকে لیس (অস্তিত্ব শূন্যতা) হইতে ایس (অস্তিত্বে) আনয়ন করিয়াছেন। আবার তিনি আমাদিগকে ایس হইতে لیس এ লইয়া যাইবেন। অতঃপর কিয়ামতের দিন তিনি আমাদিগকে পুনরায়, لیس হইতে ایس এ আনয়ন করিবেন। আল্লাহ্‌র বান্দা সারাটি সময় এই لیس এবং ایس -এর মধ্যেই কাটাইয়া দিলেন। অতএব, আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে বিলাতী ভাষায় ওয়ায করিবেন না; বরং দৈনন্দিন কথাবার্তায় সাধারণ লোককে শরীয়তের মাসআলা বুঝাইয়া দিন।

আফসুস্! মৌলবীরা ওয়ায করা ছাড়িয়া দিয়াছে। আরও বিপদ এই যে, কেহ কেহ মনে করেন ওয়ায করা মূর্খ লোকের কাজ, আলেমদের কাজ হইল ফতুয়া দেওয়া এবং পড়ান। বন্ধুগণ! একটু মুখ সামলাইয়া কথা বলুন। আপনাদের এই কথা অনেক দূর পর্যন্ত যাইয়া পৌঁছে। আজ পর্যন্ত যত নবী অতীত হইয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে কয়জন এরূপ ছিলেন যে, কিতাব পড়াইতেন ? ইন্‌শাআল্লাহ্ একজন নবীও আপনি এরূপ দেখাইতে পারিবেন না; বরং নবীদের (আঃ) নিয়ম ছিল, তাঁহারা ওয়ায নছীহতকে ধর্ম-প্রচারের পন্থা করিয়া লইয়াছিলেন। আমি বলিতেছি না যে, পড়া এবং পড়ানও অনর্থক। ইহার প্রয়োজনীয়তাও আমি এখনই বর্ণনা করিব, কিন্তু আগে আমি ঐ সমস্ত লোকের জবাব দিতেছি যাহারা ওয়াযকে অনর্থক এবং বেকার মনে করিয়া থাকেন। আমি তাহাদিগকে বলি, হযরত আম্বিয়া আলাইহিমুস্‌সালামের আসল কাজ ইহাই ছিল। আপনাদেরও সেই পন্থাই অবলম্বন করা উচিত। সাধারণ লোকের তা'লীম এইরূপেই হইতে পারে। সকলে মীযান মুন্‌শা'এব পড়িবার ফুরসৎ পায় না।

www.BANGLAKITAB.com

কেহ যদি বলে, "ওয়াযে কোন ফল হয় না। কাজেই ওয়ায করা অনর্থক। পক্ষান্তরে পড়াইলে ফল হয়, কাজেই আমরা ওয়াযের পরিবর্তে পড়ানের কাজে মশ্‌গুল হইয়াছি।" তবে ইহার উত্তর এই যে, ফল পৌঁছান আপনার কর্তব্য নহে। আপনি নিজের কর্তব্য পালন করুন, ফল খোদার হাতে। যাহাকে তিনি উপকার বা ফল পৌঁছাইতে চাহিবেন তাহার মধ্যে তিনি এমনি ফল পয়দা করিয়া দিবেন। মাওলানা বলেন ঃ

نوح نه صد سال دعوت می نمود + دمبدم انکار قومش می فزود

"নূহ (আঃ) নয় শত বৎসর ধরিয়া ধর্ম-প্রচার করিয়াছেন, কিন্তু প্রতি মূহূর্তে তাঁহার সম্প্রদায়ের নাফরমানী বাড়িয়া গিয়াছে।" হযরত নূহ (আঃ) সাড়ে নয় শত বৎসর ধরিয়া নিজের সম্প্রদায়কে ওয়ায নছীহত দ্বারা বুঝাইয়াছেন, কিন্তু তাহাদের উপর কোনই ফল ফলে নাই, কিন্তু নূহ (আঃ) এত দীর্ঘ সময়েও ঘাব্‌ড়ান নাই। আর আপনি চারি দিনেই ঘাব্‌ড়াইয়া গেলেন ?

এখন আমার ভাইয়েরা এই করিতেছেন যে, যে কাজ তাহাদের কাবুর বাহিরে উহাতে খুবই চেষ্টা করিতেছেন। রাজত্ব লাভের জন্য লম্বা লম্বা ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন। তাহাতে টাকাও ব্যয় করিতেছেন। অথচ উহাতে সফলতা লাভের ধারণা তো দূরের কথা একটু কল্পনাও হয় না। আর ধর্ম সম্বন্ধে কোন চেষ্টাই করে না। ইহাতে চেষ্টা করিলে সফলতা লাভের ওয়াদাও আছে। দুনিয়াতে না হইলেও আখেরাতে সুনিশ্চিত এবং এই কাজ তাহাদের আয়ত্তের মধ্যেও বটে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেখুন, আমাদের অনেক অজ্ঞ মুসলমান ভাই যাহাদিগকে আমাদের সমাজ হইতে পৃথক করিয়া রাখিয়াছিলাম এবং এ পর্যন্ত তাহাদিগ হইতে অমনোযোগী ছিলাম, শত্রুরা তাহাদের পাছে লাগা রহিয়াছে। তাহাদিগকে ইস্‌লাম হইতে ফিরাইয়া মুরতাদ বানাইবার প্রয়াস পাইতেছে। এখন ধর্মের প্রধান কাজ—তাহাদিগকে যাইয়া বুঝান এবং ওয়ায নছীহতের সাহায্যে ইস্‌লামের বিভিন্নমুখী সৌন্দর্য তাহাদের কানে পৌঁছাইয়া দেওয়া যাহাতে তাহারা শত্রুদের ধোকা হইতে রক্ষা পাইতে পারে। কিন্তু এই কাজ যেহেতু খাঁটি ধর্মের কাজ, ইহাতে রাজত্ব লাভের কোন আশা নাই। এই কারণে আমাদের বহু ভাই এই কাজকে অনর্থক মনে করিতেছে ; বরং অনেকে ক্ষতিকরই বলিতেছেন। তাঁহারা বলেন, জনাব! এসময়ে ধর্ম প্রচার করা যুক্তি ও মছলেহাত বিরুদ্ধ। আমি বলি, তুমি নিজের মসল্লা অর্থাৎ যুক্তি পিষিয়া ফেল, মসল্লা যত পিষিবে ততই খাদ্য ভাল পাক হইবে। কেমন মসল্লা লইয়া ঘুরিতেছ ? আসল খাদ্য সংগ্রহের প্রতি গুরুত্ব দাও। অনর্থক ও বাজে কাজে লিপ্ত হইও না। এখন ওয়ায নছীহত করিয়া ঐ সমস্ত অজ্ঞ মুসলমানদিগকে ধর্মের প্রতি উদ্বুদ্ধ করার যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। সমস্ত মুসলমান মিলিয়া মিশিয়া এই কাজে ব্রতী হওয়া কর্তব্য।

www.BANGLAKITAB.com

॥ এল্‌মের দৌলত ॥

এই কাজ আসলে আলেমদের। কিন্তু আলেমদের অবস্থা এই যে, তাঁহাদের ধন-দৌলত নাই। তাঁহাদের ধন-দৌলতের প্রয়োজনও নাই। হযরত আলী (রাঃ) ইহার মীমাংসা করিয়া গিয়াছেন :

رَضِينَا قِسْمَةَ الْجَبَّارِ فِينَا + لَنَا عِلْمٌ وَلِلْجُهَّالِ مَالٌ

"আমরা আল্লাহ্ তা'আলার এই বণ্টনে সন্তুষ্ট আছি যে, আমাদিগকে এল্‌ম দেওয়া হউক আর জাহেলদিগকে মাল দেওয়া হউক। কেহ হয়ত বলিতে পারেন, হযরত আলী (রাঃ) কেমন বণ্টন করিলেন যে, কেবল এল্‌ম লইয়াই সন্তুষ্ট রহিলেন? আলেমদের জন্য কিছু মালের ভাগও তো রাখা উচিত ছিল। এই প্রশ্নটি ঠিক সেইরূপ যেমন কোন এক ব্যক্তি আমার ওস্তাদ মারহুমকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল (দেওবন্দ দারুল ওলুমের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইলে কেহ কেহ বলিতে লাগিল, আলিগড় কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত ছেলেরা তো সরকারী চাকুরী লাভ করিবে। এই দেওবন্দ মাদ্রাসায় পড়িয়া তালেবে এলমগণ কি করিয়া খাইবে? এই প্রশ্ন শুনিয়া মাওলানা মোহাম্মদ ইয়াকুব ছাহেব আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে দোআ করিলেন, যেন দেওবন্দ মাদ্রাসায় শিক্ষা-প্রাপ্ত ছেলেদের জীবিকার কোন বন্দোবস্ত করিয়া দেন। তথা হইতে এল্‌হামের সাহায্যে জওয়াব আসিল, এই মাদ্রাসায় শিক্ষাপ্রাপ্ত কোন ছাত্র কমপক্ষে মাসিক দশ টাকা হইতে বঞ্চিত থাকিবে না। এই পরিমাণ মাসিক আয় সে অবশ্যই পাইবে। মাওলানা অতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং নিজের এক মজলিসে এই এল্‌হামের কথা বর্ণনা করিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা এই মাদ্রাসায় শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্রদের জন্য কমপক্ষে মাসিক দশ টাকার ব্যবস্থা করিয়া দেওয়ার দায়িত্ব নিয়াছেন। বস্, এখন আর এই মাদ্রাসার ছেলেরা অনাহারে থাকিবে না। ইহা শ্রবণ করিয়া জনৈক মৌলবী ছাহেব বলিয়া উঠিলেন, বাঃ মাওলানা ছাহেব সস্তায়ই রাযী হইয়া গেলেন? এইরূপে হযরত আলীর (রাঃ) কথায়ও কেহ হয়ত এরূপ সন্দেহ করিয়া থাকিবেন যে, তিনিও সস্তায়ই রাযী হইয়া গেলেন যে, আমাদের জন্য কেবল এল্‌ম আর জাহেলদের জন্য মাল-দৌলত। ইহাতেই আমরা সন্তুষ্ট। বন্ধুগণ! এল্‌মের মূল্য যাহার জানা আছে—সে এই বণ্টনে অবশ্যই রাযী থাকিবে। কেননা, ইহা এমন অমূল্য ধন, যাহার মোকাবেলায় সপ্তখণ্ড বসুন্ধরা কিছুই নহে :

مبیں حقیر گدایان عشق را کیں قوم + شاهان بے کمر و خسروان بے کلاه اند

"এশ্‌কের ভিখারীদিগকে হীন মনে করিও না। কেননা, ইহারা সিংহাসনবিহীন রাজা এবং মুকুটবিহীন রাজ্যপাল।" আমি সত্যই বলিতেছি, এল্‌মের মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলার খুশী ছাড়াও এমন এক অপূর্ব স্বাদ রহিয়াছে যখন কোন নূতন এলম হাছিল

www.BANGLAKITAB.com

হয়, তখন এমন অতুলনীয় আনন্দ হয় যাহা রাজ রাজড়াগণের সারা জীবনেও উপভোগ করার ভাগ্য হয় না। এই মর্মেই কবি বলেন :

در سفالیں کاسۂ رندان بخواری منگرید

کاین حریفاں خدمت جام جہاں بیں کردہ اند

"খোদা-প্রেমে মত্ত ভবঘুরেদের মৃতপাত্রের প্রতি ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকাইও না, ইহারা বিশ্বদর্শী পেয়ালার খেদমত করিয়াছেন।" সুতরাং তাঁহাদের হাতে নিকৃষ্ট পেয়ালা দেখিয়া তাঁহাদিগকে হেয় মনে করিও না। যাহা হউক, আলেমদের নিকট এত টাকা পয়সা নাই যে, দুর দুরান্তের পথ সফর করিতে পারেন এবং এত দীর্ঘ কালের জন্য নিজের পরিবার পোষ্যবর্গের খোরপোষের ব্যবস্থা করিয়া যাইতে পারেন।

॥ তাব্‌লীগের উপায় ॥

অতএব, এমতাবস্থায় তাবলীগের উপায় এই যে, দেশের ধনবান মুসলমানগণ সমবেত চেষ্টায় উপযুক্ত পরিমাণ তহবীল সঞ্চয় করিয়া আলেমদিগকে বলিবেন : পাথেয় এবং নিজের পরিবারের খোর-পোষের খরচ গ্রহণ করুন এবং ধর্ম প্রচারের জন্য দেশ-বিদেশে ভ্রমণ করুন। কিন্তু আজকালের অবস্থা তো এইরূপ যে, ধর্মের যে যে কাজ জরুরী তাহাও সমস্ত মৌলবীদের ঘাড়ে চাপাইয়া দেওয়া হয়। অধিকন্তু যত দোষ সবই মৌলবীদেরই ঘাড়ে। যেমন আন্‌ওয়ারী বলেন :

هو بلائے کہ از آسمان آید + گرچہ بر دیگرے قضا باشد

بر زمیں نارسیدہ می پرسد + خانۂ انوری کجا باشد

"আসমান হইতে যে বালা নাযিল হয় তাহা যদিচ অন্য কাহারও জন্য নির্ধারিত হউক। জমিনে না পৌঁছিতেই জিজ্ঞাসা করে, আন্‌ওয়ারীর বাড়ী কোন্‌টা?" আর আমি বলি, বালা আসমান হইতে জমিনে না আসিতেই জিজ্ঞাসা করে خانۂ مولوی کجا باشد "মৌলবীবাড়ী কোন্ খানে?" অর্থাৎ, যত বালা সব মৌলবীর জন্যই। এই তাবলীগ সম্বন্ধেই ব্যাপকভাবে খবরের কাগজে লেখা হয় এবং মুখেও বলা হয় যে, আমাদের ওলামায়ে কেরামের অমনোযোগিতার ফলেই আজ এত মুসলমান 'মুরতাদ' (ধর্মচ্যুত) হইয়া গেল এবং এত মুসলমান শরীয়তের হুকুম সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ রহিয়া গেল। আলেমগণ তাহাদের কোনই খোঁজ খবর লন নাই। যখন তাঁহাদিগকে বলা হয় যে, 'বাস্তবিক সেই সব মুসলমানদের খবর লওয়া উচিত।' তখন প্রত্যেকেই একথা বলিয়া সরিয়া পড়ে যে, এই কাজ তো মৌলবীদের। আমি বলি, মুসলমানদের সম্বন্ধে বেখবর থাকার দোষ তো আপনারা মৌলবীদের ঘাড়ে চাপাইয়া রাখিলেন। আপনাদেরও কিছু ত্রুটি আছে কি না ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি? মৌলবী তো এতটুকুই করিতে পারে যে, তাহাদের নিকট যাইয়া তাহাদিগকে বুঝাইতে পারে।

www.BANGLAKITAB.com

কিন্তু বলুনত, মৌলবীরা যাইবে কি প্রকারে? রেলগাড়ীর ভাড়া কোথায় পাইবে এবং যত দিন তাব্‌লীগে নিয়োজিত থাকিবে তত দিন পরিবারের খোর-পোষের খরচ কোথা হইতে দিবে?

ইহার উপায় শুধু ইহাই হইতে পারে যে, আপনারা টাকা দিন তাঁহারা সফর করুন। ইহা কেমন করিয়া সম্ভব হইতে পারে যে, সফরও করিবে তাঁহারাই, বোঝাও বহন করিবে তাহারাই? পরিবারের লোকদিগকেও অনাহারে মারিবে তাহারাই। দুঃখের বিষয়, আজকাল সর্বসাধারণ এবং নেতৃস্থানীয় লোকগণ মন্তব্য করা ছাড়া আর কিছুই করেন না। কোথাও কোন প্রয়োজন উপস্থিত হইলে তাহারা এতটুকু বলিয়া সরিয়া পড়েন যে, আলেমদের এরূপ করা উচিত, এরূপ করা উচিত। আর যখন জিজ্ঞাসা করা হয় যে, আলেমগণ ইহা কেমন করিয়া করিবে? ইহার জন্য টাকার প্রয়োজন। তখন সকলেই নীরব হইয়া যায়।

বন্ধুগণ! কাজের নিয়ম এই—প্রথম চাঁদা দ্বারা ফণ্ড সংগ্রহ করিয়া পরে মৌলবীদিগকে বলুন, তাব্‌লীগের জন্য আমাদের কাছে এত টাকা সঞ্চিত আছে। আপনারা আমাদিগকে কোন মুবাল্লেগ দিন। তখন যদি তাঁহারা কোন মুবাল্লেগ না দেন, তবে অবশ্যই তাঁহাদের ত্রুটি।

॥ চাঁদা এবং আলেম সমাজ ॥

কিন্তু ইহা সম্ভব নহে যে, মৌলবীরা কাজও করিবেন এবং তাঁহারাই টাকার ব্যবস্থা করিবেন। আলেমদের তো কোন কাজের জন্য চাঁদা উসূল করা উচিতও নহে। হে আলেম সম্প্রদায়! আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে তোমরা চাঁদা সংগ্রহ করা ছাড়িয়া দাও। তোমাদের মুখে চাঁদা শব্দই শোভা পায় না। তোমাদের মুখে শুধু এতটুকু কথা সুন্দর শুনায়:

لَآ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا ط وَلَآ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِىَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ○

"আমি এই তাব্‌লীগের জন্য তোমাদের নিকট টাকা-পয়সা চাই না এবং ইহার জন্য তোমাদের নিকট কোন পারিশ্রমিকও চাই না। আমার পারিশ্রমিকের দায়িত্ব একমাত্র বিশ্বপালক আল্লাহ্‌র উপরই ন্যস্ত রহিয়াছে।"

এই চাঁদার কারণেই মানুষ আজকাল ওলামা হইতে পালাইতে আরম্ভ করিয়াছে। তাঁহাদের ছুরত দেখিয়াও ইহারা ভয় পায়।

যেমন জনৈক সাব্‌জজ কোন এক নূতন স্থানে বদলী হইয়া গেলেন। তিনি আলেমানা পোশাক পরিধান করিতেন। সৌহৃদ্যের খাতিরে তিনি স্থানীয় কোন

www.BANGLAKITAB.com

রয়ীস লোকের সহিত দেখা করিতে গেলেন। গৃহস্বামী তাঁহাকে দেখিয়া ঘরের ভিতরে ঢুকিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। কিছুক্ষণ পরে চাকর যাইয়া তাঁহাকে সংবাদ দিল যে, "সাব্‌জজ সাহেব আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন।" তখন তিনি বাহিরে আসিয়া বলিলেন: "মাফ করুন, আপনার পোশাক দেখিয়া আমি মনে করিয়াছিলাম কোন মৌলবী ছাহেব চাঁদা চাহিতে আসিয়াছেন।"

বাস্তবিকই আজকাল কোন মৌলবী কোন রয়ীস লোকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেই তিনি মনে করেন যে, সম্ভবতঃ চাঁদা চাহিবার জন্য আসিয়াছে। এই কারণেই আমি বলি, আলেমগণ এ কাজ কখনও করিবেন না; বরং নেতৃস্থানীয় ও জনসাধারণ চাঁদা সংগ্রহ করুন। তদ্দ্বারা মৌলবীদের ধর্মীয় কাজ করাইয়া লউন।

কিন্তু আজকাল মৌলবীদের অবস্থা ডোমের হাতীর মত হইতেছে। আকবর বাদশাহ্ জনৈক ডোমকে একটি হাতী পুরস্কার দিয়াছিলেন। ডোম ঘাব্‌ড়াইয়া গেল, হাতীর খোরাক সে কোথা হইতে সংগ্রহ করিবে? অবশেষে এক দিন ডোম জানিতে পারিল যে, আকবর বাদশাহ এখনই বাহনে করিয়া ভ্রমণে বাহির হইতেছেন। ইহা শুনিয়া সে কি করিল? হাতীর গলায় ঢোল বাঁধিয়া রাস্তায় ছাড়িয়া দিল। আকবর দেখিলেন, শাহী-হাতী গলায় ঢোল লইয়া রাস্তায় ঘুরিতেছে। জিজ্ঞাসা করিলেন: "ব্যাপার কি?" ডোমকে ডাকিয়া বলিলেন: "তুমি এই হাতীর গলায় ঢোল ঝুলাইয়াছ কেন?" সে বলিল: "হুযুর! আপনি আমাকে হাতী দান করিয়াছেন। কিন্তু এখন আমি উহাকে খাওয়ার দেই কোথা হইতে? কাজেই আমি হাতীকে বলিলাম, ভাই! আমি তো গান-বাজনা করিয়া পেট পালিতেছি, তুমিও গলায় ঢোল ঝুলাইয়া গান-বাজনা করিয়া নিজের পেট পালিতে থাক।" আকবর হাসিয়া উঠিলেন এবং ডোমকে হাতীর ভরণ-পোষণের জন্য কিছু দান করিলেন।

আজকাল মৌলবীদেরও এই অবস্থা। মানুষ তাহাদের গলায় ঢোল বাঁধিয়া দিয়াছে। যাও, গাও-বাজাও এবং টাকা সঞ্চয় করিয়া নিজেই সব কাজ কর। স্মরণ রাখিবেন, একই দল দ্বারা দুই কাজ হইতে পারে না। কাজের নিয়ম ইহাই যে, টাকা আপনারা জোগাড় করুন, আর মৌলবীদের হইতে শুধু দ্বীনের কাজ লউন; বরং টাকা সংগ্রহ করিয়া নিজের কাছেই রাখিয়া দিন। আমাদের হাতে টাকা দিবেনও না। কেননা, আজকাল অনেক লোক এমনও আছে যাহারা প্রকৃত পক্ষে মৌলবী নয়, কিন্তু মৌলবীদের দলে ঢুকিয়া পড়িয়াছে। তাহারা মুসলমানদের চাঁদার টাকায় অনেক সময় বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া মৌলবী সম্প্রদায়ের দুর্নাম করিয়া দিয়াছে। সুতরাং আমার মত এই যে, নেতৃস্থানীয় লোকগণ চাঁদা তুলিয়া নিজের কাছেই রাখিবেন, মৌলবীদের হাতে দিবেন না। কেননা, তাহাতে আলেম সমাজের উপর দোষ আসে। আপনারা কি ইহা পছন্দ করেন যে, আপনাদের আলেম সমাজ বদনামগ্রস্ত হউন।

www.BANGLAKITAB.com

কখনই না। আপনাদের উচিত আলেমগণ চাঁদা উসূল করিতে চাহিলেও আপনারা তাঁহাদিগকে বারণ করিবেন এবং বলিবেন, এই কাজ আপনাদের জন্য সঙ্গত নহে। এই কাজ আমরা নিজেরাই করিব।

বরং সর্বাপেক্ষা উত্তম পন্থা এই যে, এক এক জন রয়ীস লোক এক এক জন প্রচারকের ভাতার দায়িত্ব গ্রহণ করুন। ইহাতে কোন ঝামেলার প্রয়োজন হইবে না। এক জনে যদি এক জন প্রচারকের ভাতা দিতে সক্ষম না হন, তবে দুই চারি জন মিলিত হইয়া একজন প্রচারক নিযুক্ত করুন এবং তাঁহার হিসাব নিজেদের কাছে রাখুন। ইহা তো হইল টাকা সংগ্রহের ব্যবস্থা।

॥ তাব্‌লীগের নিয়ম ॥

এখন রহিল তাব্‌লীগের নিয়ম ও পন্থা। ইহা আলেমদের মতানুযায়ী হওয়া উচিত। আপনারা টাকা সংগ্রহ করিয়া আলেমদের নিকট পন্থা ও নিয়ম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করুন এবং প্রচারকও তাহাদের মতানুযায়ীই নিযুক্ত করুন। ইহার জন্য একটি পরামর্শ সমিতি গঠন করুন। আলেমগণ ইহাতে পরামর্শ ও মত প্রদানে অসম্মত হইবেন না। আমি আলেম সমাজকেও বলিতেছি, তাঁহারা যেন ইহাতে অসম্মত না হন। অতঃপর এইরূপে কাজ আরম্ভ করিয়া দিন। ইন্‌শাআল্লাহ্ খুব শীঘ্রই কৃতকার্য হইতে পারিবেন। অবশ্য প্রথম প্রথম সাধারণ অসুবিধারও সম্মুখীন হইতে হইবে। কিন্তু অসুবিধা দেখিয়া ঘাব্‌ড়াইবেন না। পদব্রজে ভ্রমণের দরকার নাই; যানবাহনেই ভ্রমণ করুন। রেলের পথ থাকিলে রেল গাড়ীতেই গন্তব্য স্থানে পৌঁছিবেন, অন্যথায় গরুর গাড়ী বা অন্য প্রকার গাড়ীতে যাইবেন। ফিটন বা মোটর গাড়ীর প্রয়োজন নাই। লেমোনেড বা বরফ শরবতেরও দরকার নাই। ধর্ম প্রচারকের পক্ষে এ সমস্ত অনাবশ্যক বিষয়ে জাতীয় টাকা-পয়সা ব্যয় করা উচিত নহে। আপনাদের নীতি এইরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয়ঃ

اے دل آں بہ کہ خراب ازمئے گلگوں باشی × بے زر و گنج بصد حشمت قاروں باشی
در رہ منزل لیلے خطر هاست بجاں × شرط اول قدم آنست کہ مجنوں باشی

"হে মন! ইহাই উত্তম—এশ্‌কে এলাহীর মধ্যে নিজকে বিলাইয়া দাও। ধন ও ধন-ভাণ্ডার ছাড়াই কারূনের অর্থাৎ দুনিয়াদারের চেয়ে শতগুণ জাঁকজমকের অধিকারী হও। লায়লী অর্থাৎ মাহ্‌বুবে হাকীকীর রাস্তায় জানের বিপদ আছে শত শত। এই পথে পা রাখিবার প্রথম শর্ত এই যে, মজনুঁ হও।" মাহ্‌বুবে হাকীকীর সন্তোষ লাভের জন্য আপনার উচিত এশক ও মহব্বতের সহিত কাজ করা। আশেকরা কি কখনও ফিটন্ কিংবা মোটর গাড়ীর অপেক্ষায় বসিয়া থাকিতে পারে? মাহ্‌বুবের খুশীর জন্য তাহাদের নিকট তো কঠিন কঠিন বিপদজনক কাজও খুব সহজ হইয়া যায়। ইহা হইল কাজের নিয়ম।

www.BANGLAKITAB.com

কিন্তু যে কাজ আরম্ভ করিবেন স্থায়িত্ব ও দৃঢ়তার সহিত হওয়া উচিত। সুতরাং সকলেই ওয়ায়েয এবং মুবাল্লেগ সাজিবেন না। কেননা, ওয়ায়েয হওয়ার মূল উৎস তা'লীম ও শিক্ষা এবং আরবী মাদ্রাসাগুলিই। যদি সকলে ওয়ায়েযই সাজিয়া বসেন এবং মাদ্রাসাগুলি বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়, তবে বর্তমানের সমস্ত ওয়ায়েযীন যখন মরিয়া যাইবেন, তখন ভবিষ্যতের জন্য ওয়ায়েয কোথা হইতে আসিবে? আজকাল মুসলমানদের মধ্যে ইহাও একটি রোগ। যে কাজ আরম্ভ করা হয় সকলেই সে কাজে লাগিয়া যায়। আল্লাহ্ তা'আলা ইহা নিষেধ করিয়াছেন। যেমন, একবার জেহাদে যোগ দানের জন্য সকলেই যাত্রা করিল। তখন সে সম্বন্ধে এই আয়াতটি নাযিল হইল।

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً ط فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ -

"মুসলমানদের সকলেই এক সঙ্গে জেহাদে যোগদানের উদ্দেশ্যে গমন করা উচিত ছিল না। তাহাদের প্রত্যেক বড় দল হইতে একটি ক্ষুদ্র দল দ্বীনের মাস্‌আলা মাসায়েল শিখিবার জন্যও থাকা উচিত ছিল।"

বন্ধুগণ! ইহাই মধ্যমপন্থী শরীয়ত। প্রত্যেক কাজের জন্য একদল নির্দিষ্ট থাকা আবশ্যক। সকলে এক সঙ্গে একই কাজে লাগা উচিত নহে। মোট কথা, এক দল তা'লীম ও শিক্ষকতার কাজে লিপ্ত হইবে আর একদল ওয়াজ ও ধর্ম প্রচারের কাজে মশ্‌গুল হইবে। অতঃপর যদি তোমাদের মধ্যে তাওয়াক্কুল সম্ভব হয়, তবে কাহারও অপেক্ষা করিও না। খোদারউপর নির্ভর করিয়া কাজে ঝাঁপাইয়াপড়, ইন্‌শা-আল্লাহ্! তিনিই তোমাদের যাবতীয় প্রয়োজন সমাধা করিয়া দিবেন, আর যদি তাওয়াক্কুল সম্ভব না হয়, তবে নিজের জীবিকা উপার্জনের কাজে লিপ্ত হইয়া ফাঁকে ফাঁকে যতটুকু সম্ভব তাব্‌লীগের কাজ কর। যেমন, নিজের মহল্লায় ওয়ায নছীহত কর এবং সময় সময় পার্শবর্তী গ্রামেও যাইয়া ওয়ায নছীহত কর। আলেম সমাজ আজকাল এই কাজ একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছে, ইহা ছিল আম্বিয়াই কেরামের কাজ। আলেমগণ ওয়ায করা ছাড়িয়া দিয়াছেন বলিয়া আজকাল বেশীর ভাগ জাহেলকেই ওয়ায করিতে দেখা যায়। আর প্রকৃত আলেম ওয়ায়েযের সংখ্যা খুব কম। অতএব, তাঁহারা নিজের আসল উদ্দেশ্য ছাড়িয়া যে বস্তুকে উদ্দেশ্য করিয়া লইয়াছেন তাহাও পূর্ণরূপে সমাধা করেন না। এই কাজের এক শাখা গ্রহণ করিয়াছেন আর এক শাখা ত্যাগ করিয়াছেন, অর্থাৎ পাঠ্য কিতাব পড়াইতেছেন এবং দ্বিতীয়শাখা সর্বসাধারণকে তা'লীম দেওয়ার কাজ ছাড়িয়া দিয়াছেন। বন্ধুগণ! আলেম সমাজ সর্বসাধারণকে

www.BANGLAKITAB.com

তা'লীম না দিলে কি জাহেলরা তা'লীম দিবে? জাহেলরা এই কাজ করিলে সেইরূপই হইবে যেমন হাদীসে আসিয়াছে।

اتخذوا رءوسا جهالا فضلوا واضلوا

"জাহেলদিগকে তাহারা মান্য ও বরেণ্য করিয়া লইয়াছে, সুতরাং ইহারা নিজেরাও পথভ্রষ্ট হইয়াছে এবং অপরকেও পথভ্রষ্ট করিয়াছে।" কেননা, জাহেলরা পথ প্রদর্শক ও নেতা হইলে লোকে তাহাদেরই নিকট 'ফতুয়া' চাহিবে, তাহাতে এই জাহেল লোকেরাও গোম্‌রাহ্ হইবে এবং অপরকেও গোম্‌রাহ্ করিবে। এই কারণেই আলেম সমাজের কর্তব্য—মাদ্রাসায় তা'লীম দেওয়ার ন্যায় সর্বসাধারণকে ওয়ায নছীহত করা এবং তাবলীগের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া। এই অপেক্ষায় থাকিবেন না যে, আমাদের ওয়াযে ফল হইবে কি না। কেহ শুনে কি না, শ্রোতা দুই একজন না অনেক বেশী।

মাওলানা ইস্‌মাঈল শহীদের (রঃ) ঘটনা: একবার তিনি মসজিদে ওয়ায করিলেন। ওয়ায শেষে এক ব্যক্তি সম্মুখে আসিয়া আক্ষেপের সহিত বলিল: 'হায় আফ্‌সুস্! আমি অনেক দুর হইতে আপনার ওয়ায শুনিতে আসিয়াছিলাম, আর আপনার ওয়ায শেষ হইয়া গেল।' মাওলানা শহীদ (রঃ) বলিলেন: 'ভাই, তুমি আফসুস করিও না, আস আমি সম্পূর্ণ ওয়ায তোমাকে পুনরায় শুনাইয়া দিব।' এই বলিয়া তিনি পূর্ণ ওয়ায তাহার সম্মুখে পুনরায় বর্ণনা করিলেন। বন্ধুগণ! খাঁটি নিয়ত থাকিলে এদিকে লক্ষ্য থাকে না যে, শ্রোতা কয়জন। একজন শ্রোতা থাকিলেও গনিমত মনে করিবে।

হযরত মাওলানা আবদুল হাই (রঃ) ছাহেব যিনি ছিলেন হযরত মাওলানা সৈয়দ আহমদ বেরেলবী ছাহেবের অন্যতম খলীফা। সৈয়দ ছাহেব তাঁহাকে ওয়ায করিতে আদেশ করিলেন। তিনি নিবেদন করিলেন, শ্রোতা কোথায়? সৈয়দ ছাহেব বলিলেন: 'তুমি দেওয়ালের দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াও। শ্রোতৃবর্গের দিকে দৃষ্টিই করিও না যাহাতে তুমি বুঝিতেই না পার যে, শ্রোতা আছে কি না'। প্রথম প্রথম তিনি এই প্রকারে ওয়ায করিতে থাকিলেন। পরে অবস্থা এইরূপ হইয়াছিল যে, দুরদুরান্ত হইতে তাঁহার ওয়ায শুনিবার আগ্রহে এত অধিক সংখ্যক লোক আসিত যে, সভাস্থলে স্থান পাইত না। অতএব, শ্রোতৃমণ্ডলীর সংখ্যা অধিক বা কম হওয়ার প্রতি লক্ষ্য করিবেন না, কাজ শুরু করিয়া দিন তারপর ফলও হইতে থাকিবে, ইহাতে সেই এলমের পূর্ণতা সাধনের পন্থা যাহা পরোক্ষ উদ্দেশ্য।

আসল এবং মুখ্য উদ্দেশ্য তো সেই এলমই বটে যাহা অর্জিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্তরে খোদাভীতি উৎপন্ন হয়। এই এল্‌ম অর্জন করাও প্রত্যেক মানুষের

www.BANGLAKITAB.com

জন্য অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু স্বভাবতঃ পীরের সংসর্গ লাভ ব্যতীত এই এল্‌ম হাছিল হয় না। এই এলম অর্জনের জন্য কিছুকাল নিজের যুক্তি বিবেক পরিহার পূর্বক পীরের জুতা সোজা করিয়া দেওয়া অর্থাৎ নিজকে সম্পূর্ণরূপে পীরের কাছে সমর্পণ করা শর্ত। কবি এই মর্মেই বলেন :

از قال و قیل مدرسه حالے دلم گرفت + یک چند نیز خدمت معشوق می کنم

"মাদ্রাসায় প্রশ্নোত্তর আলোচনা করিতে করিতে এখন আমার মন বিরক্ত হইয়া পড়িয়াছে। এখন কিছুদিন কামেল পীরের খেদমত করিতেছি।"

قال را بگزار و مرد حال شو + پیش مرد کاملے پامال شو

"অর্থাৎ, তর্ক ছাড়িয়া নিজের মধ্যে হাল পয়দা কর, ইহা তখনই পয়দা হইবে যখন কোন আল্লাহ্‌ওয়ালা লোকের পায়ে যাইয়া পড়িয়া থাকিবে।" কিন্তু ইহার কিছু বিশেষ তরতীব আছে। তাহা প্রত্যেক লোকের জন্য পৃথক পৃথক। উহা আমি এই মজলিসে বর্ণনা করিতে পারি না। ইহা পীরের সংসর্গের উপর রাখিয়া দাও। যখন তুমি কাহারও আশ্রয় গ্রহণ করিবে, তখন তিনি নিজেই সেই 'তরতীব' বলিয়া দিবেন।

॥ একটি জ্ঞানগর্ভ প্রশ্ন ॥

এখন আমি একটি তালেবে এল্‌ম সুলভ প্রশ্নের জবাব দিতেছি। এই জবাবটি দশ বার দিন পূর্বে মনে উদয় হইয়াছে। ইতিপূর্বে এদিকে খেয়াল যায় নাই। প্রশ্নটির সারমর্ম এই যে, আমি তো এযাবৎ খোদাভীতিকে এল্‌মের অপরিহার্য অংশ বলিয়াছিলাম। এল্‌ম যখন হাছিল হইবে, তখন খোদাভীতি অবশ্যই হইবে এবং খোদাভীতি না হওয়া এলম না থাকার দলিল। কেননা, দুইটি বস্তুর মধ্যে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক থাকিলে একটির অভাবে অপরটির অভাব অবশ্যম্ভাবী হয়। কিন্তু আলোচ্য আয়াতের শব্দ সমষ্টি হইতে তাহা বুঝা যায় না। কেননা, اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا

"আল্লাহ্ তা'আলাকে তাঁহার বান্দাগণের মধ্য হইতে আলেমগণই ভয় করে।" اِنَّمَا শব্দটি নির্দিষ্টবোধক, তাহাতে অর্থ এই দাঁড়ায়—খোদাভীতি আলেমের মধ্যে সীমাবদ্ধ অর্থাৎ জাহেলদের মনে খোদাভীতি হয় না। কেননা, বালাগাৎ শাস্ত্রের নিয়মানুযায়ী এখানে বিশেষণকে বিশেষ্যের জন্য নির্দিষ্ট করা হইয়াছে। যেমন, اِنَّمَا يَقُوْمُ زَيْدٌ

বাক্যে দণ্ডায়মান বিশেষণটি যায়েদের জন্য এবং اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُولُوا الْاَلْبَابِ আয়াতে উপদেশ গ্রহণ বুদ্ধিমানদের জন্য নির্দিষ্ট করা হইয়াছে। ইহার অর্থ এই যে, যায়েদ